পৃথ্বীরাজ

নাটক

শ্রীনিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

পিতৃবন্ধু

পিতৃব্য প্রতিম,

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী,

মহাশয়ের অকৃপণ সাহায্যে এই নাটক রূপ গ্রহণ করিয়াছে; তাই তাঁহাকেই ইহা উৎসর্গ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।

হিন্দুস্থান হাউস
৬৭, একডালিয়া রোড
কলিকাতা-১৯

প্রণত—
নিত্যনারায়ণ

ভূমিকা

ট্রেণে সহযাত্রীর নিকট পাইয়া ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'পৃথ্বীরাজ' কাব্যটি পড়িবার সুযোগ ঘটে। জয়চন্দ্রের জাতি-দ্রোহীতা এবং পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সংযুক্তা হরণ ব্যতীত আজকের সাধারণ মানুষের কাছে পৃথ্বীরাজের সমকালীন ঘটনা বেশী কিছু জানা নাই। উক্ত কাব্যটী পড়িয়া এ বিষয়ে অন্যান্য ইতিহাস পড়িবার আগ্রহ জন্মিল এবং সাধারণ মানুষের কাছে সেই ইতিহাসকে প্রচারের জন্য এই নাটকের জন্ম। এই নাটকের প্রতিটি প্রধান চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান কালে বাংলা নাটক হাল্কা ভাষাকেই ভাবের বাহনরূপে মানিয়া লইয়াছে। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নাট্যোপযোগী যে নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহা আজ অবহেলিত। আমি এই নাটকে সেই অমিত্রাক্ষরকে প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বাছিয়া লইয়াছি। সফলতা বা বিফলতার বিচারের ভার পাঠকের ও দর্শকের। সখের দলের অভিনয়য়োপ-যোগী করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ষ্টেজ ও তাহার আলোক কৌশলাদির উপর অযথা ঝোঁক দিই নাই এবং স্ত্রী-চরিত্র যথাসম্ভব কম রাখিয়াছি।

যেখানে বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধা আছে সেখানে অভিনয়ের সময় যবনিকা ওঠার পর ষ্টেজটি অন্ধকার রাখিয়া, মাইকযোগে

কবিগুরুর নিম্নলিখিত কবিতাংশ আবৃত্তি করিয়া, অন্ধকারের মধ্যে স্পট লাইট (spot light) ফেলিয়া জয়চন্দ্রের আত্মপ্রকাশ, পরে অন্যদিক হইতে মহারাণীর প্রবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে ষ্টেজ আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিলে ভাল হয়। ইতিহাস মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিল—এই ভাবটি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।

* * * *

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

* * * *

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মৌনী অতীত
কথা কও, কথা কও॥

আশা করি বাংলার নাট্যামোদীগণ অভিনয়ের দ্বারা জনসাধারণকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত করাইবেন কারণ জাতির জীবনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আজ আবার ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু এবার উত্তর ও পূর্ব্ব হইতে লাল চীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। পাকিস্থান ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব্বে রণহুঙ্কার দিয়া ইসলাম বাহিনী প্রস্তুত করিতেছে। অতীতের দৌর্ব্বল্য ও ক্রটী সম্বন্ধে দেশ এবং জাতি যদি সজাগ হয়, হয়ত নূতন ইতিহাস রচিত হইবে।

প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে নাটকটী লাভপুর "অতুল শিব ক্লাবের" সভ্যগণ কর্তৃক ১২।১১।৬২ তারিখে অভিনীত হয়। অভিনয়ে মনে হয় অনেকের দীর্ঘ ভাষণ সংক্ষিপ্ত করিলে গতি স্বচ্ছন্দ থাকে। সে সময় নাটকের প্রায় সবটাই ছাপা হইয়া যাওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে উহা করার ইচ্ছা রহিল। যাঁহারা ইহা অভিনয় করিবেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের ভার তাঁহাদেরই দিলাম। ইতি—

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"পৃথ্বীরাজের" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৬ সালের কার্ত্তিক মাসে, আজ ১৩৬৭ সালের ১লা বৈশাখ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। নাটকটীর জনপ্রিয়তা ইহার একমাত্র কারণ নহে। কয়েকটী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পর ইহার সংশোধিত সংস্করণের চাহিদার ফলেই অনেক পরিবর্জ্জন এবং কিছু কিছু সংযোজনের পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আশা করি নাট্যামোদীগণ এবার খুসী হইবেন।

সময়াভাবে এবারও সমস্ত প্রুফ নিজে দেখিতে না পারায় কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গেল। এই অনিবার্য্য ক্রটীর জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৭
লাভপুর, বীরভূম।

গ্রন্থকার।

প্রথম অভিনয়

লাভপুর অতুলশিব ক্লাব

কর্ত্তৃক অতুলশিব রঙ্গমঞ্চে ৺রাসযাত্রা উপলক্ষে

: ভূমিকা লিপি :

পৃথ্বীরাজ—শ্রীমদন মোহন মুখোপাধ্যায়

জয়চন্দ্র—শ্রীরথীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি চন্দ বরদাই—শ্রীসত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর সিংহ—শ্রীমহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবিন্দ—শ্রীহরি প্রসাদ সরকার

মহম্মদ ঘোরী—শ্রীদূর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

কুতবউদ্দীন—শ্রীসত্য নারায়ণ গুপ্ত

বখতিয়ার—শ্রীরাম নারায়ণ দত্ত

মৈনুদ্দীন—শ্রীদিবাকর পাত্র

হামজবী—শ্রীসত্য প্রসাদ সরকার

বৌদ্ধ নাগরিক—শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

হিন্দু নাগরিক—শ্রী বিভূতি ভূষণ সূত্রধর

নাগরিক—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

দূত—শ্রীআনন্দ গোপাল চট্টোপাধ্যায়

কাপালিক ও মাগধ—শ্রীবিভূতি ভূষণ সূত্রধর

মহারাণী—শ্রীফণী ভূষণ চন্দ্র

সংযুক্তা—শ্রীশিব পদ ওঝা

প্রিয়ব্রতা—শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচারিকা—শ্রীভোলানাথ দত্ত

ঃ চরিত্র লিপি ঃ

॥ পুরুষ ॥

জয়চন্দ্র—কান্যকুব্জের বা কণৌজের অধিপতি

পৃথ্বীরাজ—দিল্লীর সম্রাট

গোবিন্দ—পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সমর সিংহ—চিতোরের রাণা। ইনি মাথায় জটা রাখিতেন, গলায় পদ্মবীজের মালা ধারণ এবং গেরুয়াবাস পরিধান করিয়া রাজর্ষি জনকের ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে "সমর্ষি" বলিতেন।

চন্দ বরদাই—পৃথ্বীরাজ সুহৃদ, রাজ কবি ও সভাসদ। "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামে পৃথ্বীরাজ জীবনী কাব্য প্রণেতা।

মহম্মদ ঘোরী—গজনীর সম্রাটের ভ্রাতা ও প্রধান সেনাপতি। অত্যন্ত দাম্ভিক, ক্রোধী ও চতুর যোদ্ধা।

কুতবুদ্দীন আইবেক—মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি। ক্রীতদাস। দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বখতিয়ার খিলজী—মহম্মদ ঘোরীর অন্য সেনাপতি

মৌলভী মৈনুদ্দীন—প্রধান মৌলভী ; ঘোরীর গুরু।

হামজবী—ঘোরীর জনৈক সেনাপতি

দূত, সৈনিক, নাগরিকগণ, সভাকবি, কাপালিক প্রভৃতি।

॥ স্ত্রী ॥

মহারাণী—জয়চন্দ্রের পত্নী

সংযুক্তা—জয়চন্দ্রের কন্যা

প্রিয়ব্রতা—সংযুক্তার সখী

নর্ত্তকী।

নাটকের ঘটনা কাল ও স্থান

[১১৯৩ খৃঃঅব্দে আফগান ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পৃথ্বীরাজ নিহত হন। (হাণ্টারের "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" ৩২৯-৩৩০ পৃষ্ঠা) ১১৭৬ খৃঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরী প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করে, পরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলে পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হয়। ১১৯১ খৃঃ অব্দে ঘোরী দ্বিতীয়বার দিল্লীআক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। তৃতীয়বার আক্রমণ ঘটে ১১৯৩ খৃঃ অব্দে। সাধারণতঃ এই যুদ্ধক্ষেত্র 'থানেশ্বর' বলিয়া খ্যাত ; কিন্তু দিল্লীর (দেহ্‌লী) ৮৩ মাইল উত্তরে এবং থানেশ্বরের ১৪ মাইল দক্ষিণে, দিল্লী-আম্বালা-কালকা রাস্তার উপর 'তরায়ণ রণক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়। আজমীঢ়ে 'তারা' পর্ব্বত এবং হিন্দু রাজগণের প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ আজও আছে। কান্যকুব্জ, চিতোর এবং দেহ্‌লী কালের চক্রে রূপান্তরিত হইয়াছে কিন্তু আজও ইহাদের পূর্ব্ব পরিচয় অক্ষুন্ন আছে]

—পৃথ্বীরাজ—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কান্যকুব্জের রাজ অন্তঃপুর

[মহারাজ জয়চন্দ্র পায়চারী করিতেছেন]

জয়চন্দ্র— রাজসূয় মহা যজ্ঞ মোর,
নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে,
মনে জাগে আশা।
রাজ চক্রবর্ত্তী বলি ভারতে আমায়
লবে মানি, হতেছে ভরসা।

[মহারাণী প্রবেশ করিলেন]

মহারাণী— জয় হোক মহারাজ।
অসময়ে অন্তঃপুরে একি ভাগ্য আজ ?

জয়চন্দ্র— উৎসবের শুভ সূচনায়
দৈববাণী প্রায়
তব মুখে শুনি জয়ধ্বনি,

আশ্বস্ত হইনু আমি।
সংযুক্তা! সংযুক্তা কোথায়?
এল না ত মোর কাছে!

মহারাণী— মনে হয়, লজ্জা সাথে অভিমান
মিশিয়াছে।

জয়চন্দ্র— অভিমান! দিনেক দুদিন পরে স্বয়ম্বর যার,
আদরিণী জননী আমার,
অভিমান কি কারণ কহ তার রাণী।

মহারাণী— মহারাজ! সংযুক্তা কহিল যাহা
বুদ্ধিহীনা বালিকার কথা নহে তাহা।
যুক্তি তার, স্বয়ম্বর সভা আর
রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজন
বর্ষকাল ব্যবধানে হলে অনুষ্ঠিত
দুইটী উৎসব লয়ে স্বাতন্ত্র্য আপন
নিরাপদে হ'ত সম্পাদিত।

জয়চন্দ্র— সুসম্পূর্ণ আয়োজন,
দিকে দিকে পাঠায়েছি আমন্ত্রণ।
নরপতিগণ এসেছেন কেহ,
কেহ আসিবে সত্বরে।
এতদিন কেহ কিছু বলনিত মোরে!

মহারাণী— জীবনের ব্রত মোর হে রাজন !
নির্ব্বিচারে পালি আজ্ঞা তব,
তব পদাঙ্কিত পথে যাপিব জীবন।
কিন্তু মহারাজ !
দিনে দিনে তোমারই প্রশ্রয়ে,
সংযুক্তা স্বতন্ত্র পথে নিতান্ত নির্ভয়ে
প্রস্তুত করেছে আপনারে।
রাজনীতি, সমর কৌশল,
কত যত্নে শিখায়েছ যারে,
কেমনে উপেক্ষা আজ করিবে তাহারে ?

জয়চন্দ্র— নিজ চোখে দেখিয়াছে সব আয়োজন,
নিজ কানে শুনিয়াছে সব বিবরণ ;
কোনদিন জানায়নি মোরে কোন কথা
সংযুক্তা অথবা তার সখী প্রিয়ব্রতা।
তুমিও ত মন তার পার নি বুঝিতে ;
অসম্মতি কেন তার পারি কি জানিতে ?

মহারাণী— কন্যা স্বয়ম্বর, বিবাহ বাসর,
মধুর উৎসব, আনন্দ মুখর।
মিলি বধুবর, প্রেমযজ্ঞে আত্মাহুতি
দেয় পরস্পর।
আর রাজসূয় যজ্ঞ, বিবাদের উৎস শতধার।

কেহ যদি প্রভুত্ব তোমার
না করে স্বীকার,
অমনি বাধিবে রণ।
বিপরীত উভয়ের গতিপথ ;
তাই একত্রেতে আয়োজন,
মনে হয় হয়নি শোভন।
মহারাজ ! স্বয়ম্বর সভা শেষে করিতেন যদি
রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
সংযুক্তার প্রীত হ'ত প্রাণ।

জয়চন্দ্র— প্রাণতুল্যা সংযুক্তারে মোর,
নাহি চাহি দিতে ব্যথা।
কিন্তু প্রিয়ে, অন্তরের কথা
সকলি ত জান তুমি।
রাজসূয়, রাজসূয় ; এ যজ্ঞ আমার
কৈশরের সুখের স্বপন,
যৌবনের আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বার।
করি যবে উচ্চারণ,
স্মরি যবে নাম তার,
বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন
ধমনীরে করে উদ্বেলিত।
অতীতের যবনিকা হয় উত্তোলিত,
ইতিহাস মূর্ত্তি ধরে সম্মুখে আমার।

কি মহান সমারোহ ইন্দ্রপ্রস্থ মাঝ,
'অসিপত্র' ব্রতধারী ভারত ঈশ্বর
যুধিষ্ঠির সিংহাসনে করেন বিরাজ।
ময় বিনির্মিত সভা মায়াজাল করেছে বিস্তার ;
কোথা দ্বার, কোথায় প্রাকার,
বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ
করিবারে নাহি পারে স্থির।
স্থলে জল, জলে স্থল ভাবি সব হয়েছে অধীর।
আসমুদ্র হিমাচল এক কণ্ঠে যেন
গাহিতেছে ধর্ম্মরাজ নাম,
পাঠায়েছে প্রতিনিধি সমগ্র ভারত
পদে তাঁর জানাতে প্রণাম।
রাণি ! ছিল আশা মনে,
কোনদিন তব সনে,
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে
হয়ে ব্রতী রাজসূয়ে ; হব চক্রবর্ত্তী মহারাজ।
কিন্তু সেই সাধে মোর সাধিয়াছে বাদ
প্রতিদ্বন্দ্বী হীন পৃথ্বীরাজ।

মহারাণী— ভুল মহারাজ ! বার বার কেন দাও দোষ
পৃথ্বীরাজে ; কেন এই অকারণ রোষ ?
সে কেমনে হ'ল অপরাধী ?

জয়চন্দ্র— অপরাধ ! গুরুতর অপরাধে অপরাধী
পৃথ্বীরাজ শতবার। দোষ নাই তার ?
যেদিন অনঙ্গপাল, অপুত্রক মাতামহ,
অর্পিলেন করি আবাহণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ সিংহাসন
পৃথ্বীরাজে ; কেন তাহা করিল গ্রহণ ?
বানপ্রস্থে যাত্রাকালে
মাতামহ কহিলা যেদিন
দিল্লী রাজ্যে একমাত্র যোগ্য অধিকারী পৃথ্বীরাজ
নহে জয়চন্দ্র মতিহীন ;
সে দিন সে সভার মাঝারে
উপহাস করিয়া আমারে,
কেন পৃথ্বীরাজ নীরবেতে
মানি নিল যোগ্যতা আপন !
তাই নাহি দিয়া দিল্লী সিংহাসন
ঘৃণ্য উৎকোচের সম
মাতামহ দিলা মোরে তুচ্ছ রজত কাঞ্চন।
যে দিন আজমীঢ়পতি হ'ল দিল্লীশ্বর,
সেই দিন হতে নহে ভ্রাতা ;
পৃথ্বীরাজ শত্রু ঘোরতর।

মহারাণী— শত্রু ! শত্রু তব পৃথ্বীরাজ ! নহে ভাই ?
কমলা সে মাতৃস্বসা, পৃথ্বীরাজ মাতা

কত স্নেহ করেন তোমায়।
উৎসবে পার্ব্বনে যেতে যবে আজমীঢ়ে,
কনিষ্ঠ পৃথ্বীরে তুমিও ত তুষিতে আদরে।
অন্ধ লোভে ভুলেছ সে কথা?
পৃথ্বী যে আপন গুণে প্রিয় সবাকার।
আমি ভ্রাতৃজায়া; তাই তার
অকল্যাণ আশঙ্কায় কাঁদে অন্তর আমার।

জয়চন্দ্র— জানি আমি, শুনিয়া এসব কথা রাণি,
ব্যথা তুমি পাবে মনে।
জানি আমি জানি,
পুত্রসম তারে স্নেহ কর তুমি।
তাই তোমারে জানায়ে দিতে চাই;—
অনুরোধ, কিম্বা জেনো আদেশ আমার,
আজি হ'তে কর পরিহার
স্নেহ প্রীতি পৃথ্বীর উপরে।
শত্রু বলি মনে করো তারে।

[প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া]

বোলো যেন সংযুক্তারে
পিতা আমি তার, একমাত্র কন্যা সে আমার;
তার শুভ অশুভের লইয়াছি ভার।
অযথা অতীত কথা আনিয়া স্মরণে,

অশান্তিরে আমন্ত্রণ,
যেন সে না করে অকারণে।

মহারাণী— কিন্তু হে রাজন, স্নেহ কি নিষেধ মানে ?
আদেশে তোমার,
অবরুদ্ধ হলে প্রীতি প্রকাশের দ্বার,
ঘুর্ণাবর্ত্ত তার
অতলে করিবে লুপ্ত কন্যারে তোমার !
হয়ত ভুলেছ তুমি, স্বামি ;
সে মধুর দিনগুলি ভুলি নাই আমি !
আজমীঢ়ে শৈশব কৈশরে উদ্যান সরোবরে,
এক বৃন্তে ছিল দুটি ফুল,
পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা আমার ;
অকস্মাৎ দিল্লী সিংহাসন
মতিভ্রম ঘটালো তোমার
ভাঙ্গি দিল মধুর মিলন।

জয়চন্দ্র— শৈশবের খেলাঘরে
তুচ্ছ সে মিলন।
তার চেয়ে বহু মূল্য দিল্লী সিংহাসন।

মহারাণী— নহে তুচ্ছ তব রাজ্য ভারত মাঝারে ;
কান্যকুব্জ গণ্যমান্য ভারত ভুবনে,
তবে কেন লোভ তব অন্য সিংহাসনে ?

জয়চন্দ্র— লোভ ! লোভ করি নাই আমি অন্য সিংহাসনে।
লইয়া আজমীঢ় রাজ্য
নাহি মোর কোন বাদ পৃথ্বীরাজ সনে
এ যে দিল্লী সিংহাসন,
কাম্য দেবতার।
কেন মাতামহ, প্রাপ্য অর্দ্ধ অংশ তার
মোরে না করিয়া দান,
দিল্লীরাজ্য অর্পিলা পৃথ্বীরে ?
ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া
মাতামহ যে বিষবৃক্ষের বীজ করিলা রোপন,
পৃথ্বীরাজ তাহে জল করিছে সিঞ্চন।

মহারাণী— রাজসূয় যজ্ঞে তার হবে প্রতিকার ?
সার্থক হইবে প্রভু তব আকিঞ্চন ?

জয়চন্দ্র — কৌশলে উদ্দেশ্য মোর করিব সাধন
যজ্ঞে যদি পৃথ্বীরাজ লয় নিমন্ত্রণ,
রাঠোর প্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার,
না রহিবে তার প্রতি বিদ্বেষ আমার।

মহারাণী— আর যদি নিমন্ত্রণ করি অস্বীকার
উচ্চ শিরে রক্ষা করে ক্ষাত্র ধর্ম্ম তার ;
ঘোষণা করিবে যুদ্ধ ?

কন্যা স্বয়ম্বর
সভামাঝে উথলিবে শোণিত সাগর ?

জয়চন্দ্র— রাঠোর ঘরনী তুমি ; বোঝ নাকি রাণি
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গণি ক্ষত্রিয়ের মান,
তুচ্ছ তার কাছে স্নেহ, অতি তুচ্ছ প্রাণ।
রাঠোর দুর্ব্বল হোল ! সবল চৌহান !
এর চেয়ে কিবা বল আছে অপমান !

মহারাণী— রাজনীতি কূটনীতি নাহি বুঝি আমি।
রাঠোর গৌরব করিতে উদ্ধার স্বামী,
চল সেই পথে যাহা ভাল বোঝ তুমি।
কিন্তু মনে হয় স্বয়ম্বর আয়োজন
রাজসূয় পূর্ব্বে যদি কর নির্দ্ধারণ,
সুশৃঙ্খলে সব কার্য্য হবে সমাপন।

জয়চন্দ্র— এ দুটি উৎসব মোর নহে আকস্মিক ;
বহু চিন্তা করি রাণি, ভাবি বহু দিক।
এক সাথে করিয়াছি এই আয়োজন।
বহু রাজা মোর রাজসূয় আমন্ত্রণ
কন্যার রূপের মোহে করেছে গ্রহণ।
রাঠোর জামাতৃ-পদ-গৌরবের লোভে
বহুজন করেছে স্বীকার, বিনা ক্ষোভে,
বশ্যতা আমার।

মহারাণী— ছি, ছি, পাতি-কন্যা-স্বয়ম্বর ফাঁদ
মিটাইতে চাও তুমি আপনার সাধ ?
নহে বীর্য্য বলে, শুধু বিস্তারি কৌশল,
কন্যার রূপের খ্যাতি করিয়া সম্বল
হতে চাও রাজ অধিরাজ ?
ধিক্ ধিক্ মহারাজ !

[রাজ অন্তঃপুর পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা—(অভিবাদনান্তে) দরশন আশে,
মহারাজ ! দিল্লী হতে প্রত্যাগত দূত
প্রতীক্ষা করিছে তব রাজসভা মাঝে।

জয়চন্দ্র— এসেছিনু পরামর্শ লইতে তোমার ;
হোল বিপরীত ফল,
পুরস্কার লভিনু ধিক্কার।
সভা হতে আসি পুনর্ব্বার
উত্তর করিব দান এসব কথার।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সংযুক্তার কক্ষ]

[সখী প্রিয়ব্রতা মালা গাঁথিতেছে ও গান গাহিতেছে।]

প্রিয়ব্রতার গান

এস ব্রজবধু-নয়নোৎপল অর্চ্চিত অলি চঞ্চল।
উতরোল হিয়া নুপুরের রোলে
আলোড়িত করি বনতল।
অরুণ-চরণ-কমল-দ্বন্দ্ব গতি বিভঙ্গে উছলে ছন্দ,
অনিল-চালিত-রসনা-বন্ধ পীত কৌষেয় অঞ্চল।
মধুর অধর ফুৎকারে বাজে বাঁশরী,
শুনি দেহ গেহ নিমেষে সকলি পাশরি ;
আঁধার রজনী, পিছল পন্থ, অভিসারে চলি অবিচল ;

[সংযুক্তার প্রবেশ

সংযুক্তা— চতুর্ভুজে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী,
কিম্বা কুরুক্ষেত্র রণে
গীতার উদগাতা পাণ্ডবের ভয়হারী
মজাল না মন তোর ?

গোপী মন চোর, ব্রজ পুরন্দরে,
চাহ বেণু করে ?
কহ সখি কহ,
এ হেন দুর্দ্দিনে আজো
কেন হেন মোহ ?

প্রিয়ব্রতা— নমি চতুর্ভুজে
পূজি পার্থ সারথিরে ;
কিন্তু ভালবাসি বেণু করে।
কুরুক্ষেত্র রণে, দুষ্টের দলনে,
অধর্ম্ম বিনাশে আর ধর্ম্ম সংস্থাপনে,
দেখিয়াছি চক্রপাণি পাণ্ডব সুহৃদে।
ভয় হয় হত্যাকাণ্ডে ; শঙ্কা জাগে, হৃদে ;
শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তারে নমি মনে মনে।
কিন্তু সেই বেণু করে, বংশীধারী প্রীতম মুরতি
বল সখি যুগ যুগ ধরি—
তারে নাহি ভালবাসে কোন সে যুবতি !

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা—রাজকুমারী ! সভায় এসেছে এক মাগধ প্রবর,
সুকথক, সঙ্গীতসাধক, শ্রুতিধর।
বিবিধ গুণের তার পরিচয় পেয়ে,

মহারাজ দিয়াছেন হেথায় পাঠায়ে।
হলে অনুমতি লয়ে আসি তব পাশে।

সংযুক্তা— সসম্মানে লয়ে এস ভট্টবরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান ও
কবি চন্দ বরদাইকে লইয়া প্রবেশ]

কবি চন্দ— (সংযুক্তার প্রতি) দিল্লীশ্বরি !

[সংযুক্তা সচকিত হইয়া উঠিল]

প্রিয়ব্রতা— এ কি কথা ভট্টরাজ ! হও সাবধান।
অনূঢ়া এ রাজকুমারীর
যথাযথ রাখিয়া সম্মান,
অসঙ্কোচে কব নিবেদন
বক্তব্য আপন।

কবি চন্দ— ক্ষম মোরে মাতা।
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে আমার।
নানা দেশ করি পর্য্যটন,
রাজা প্রজা উভয়ের হেরি আচরণ
বিমূঢ় হয়েছি আমি।
চিন্তি প্রতিকার রচিতেছিলাম স্বপ্ন—
দিবাস্বপ্ন বুঝি হায় !
স্বপ্নঘোরে কহিয়াছি প্রলাপের প্রায় ;

অপরাধ করিনু স্বীকার।
কহ কি গাহিব গান ?

সংযুক্তা— গাও বীরগাথা।
বীরেন্দ্র জননী এই ভারত মাতার
কহ কোন সন্তানের পুণ্য কীর্ত্তি কথা।

কবি চন্দ— সমাসন্ন স্বয়ম্বর দিন ;
শুনিবে না প্রেমের কাহিনী,
হে রাজনন্দিনী ?

সংযুক্তা— দেশে যবে শত্রু ফেরে
ধর্ম্ম সহ স্বাধীনতা নাশিবার তরে,
সে দুর্দ্দিনে প্রেম মোর ভাল নাহি লাগে।
ভট্টবর ? গাও গাথা বীরত্বের,
যাহে নিদ্রিত মানুষ জাগে।

কবি চন্দ— আজ্ঞাবহ দাস ; নূতন বা পুরাতন
কহ কোন বীর কীর্ত্তি করিব কীর্ত্তন।

প্রিয়ব্রতা— হে চারণ, হাসাইলে তুমি ;
বর্ত্তমানে এ ভারতে কেবা আছে বীর,
যাহার চরিত্র কীর্ত্তি শুনি জীবন হইবে ধন্য।
কহ মহাশয়,
সমুদ্রগুপ্তের পুনঃ হয়েছে উদয় ?
আবার বিক্রমাদিত্য আসিয়াছে ফিরে,
দুর্দ্ধর্ষ মিহিরকুলে ধ্বংস করিবারে ?

সেইদিন ভারতের বহিঃ শত্রুগণ
যে শিক্ষা পাইয়াছিল, করিয়া স্মরণ
পঞ্চশত বর্ষকাল বৈদেশিক কেহ
পশেনি ভারতভূমে সৈন্যদলসহ।

সংযুক্তা— কিন্তু তারপর সুরু হোল
কলঙ্ক কাহিনী।
হিন্দু মুখে লেপে দিল মসীঘোর
যবন বাহিনী।
লঙ্ঘি হিন্দুকুশ,
পশ্চিম হইতে
নেমে এল অন্ধকার দুর্নিবার স্রোতে।
কাসেম, সবুক্তগীন, রাহু গজনীর
গ্রাসিল সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারত ভূমির।
কেহ ত দিল না বাধা। বার বার
উঠিল ভারতবক্ষে যেই হাহাকার,
আজো শুনিতেছি তাহা।
স্মরি সোমনাথে
আজো হিন্দু যাপে দিন বৃথা অশ্রুপাতে।

কবি চন্দ— শোকাবহ সে কাহিনী। ঈর্ষা দ্বন্দ্বে মাতি
সে দিনের হিন্দুগণ হলো আত্মঘাতী।

কিন্তু বর্ত্তমান দিনে, সমুন্নত শির—
শত্রুরে শাসিতে পারে আছে হেন বীর !

সংযুক্তা— শুনিতেছি, যবনের চর
ভারতের বক্ষের উপর
ফিরিতেছে দেশে দেশে
ছড়ায়ে বিদ্বেষ বিষ,
সে গরল ধারা
আকণ্ঠ করিয়া পান।
হয়ে আত্মহারা,
ভ্রান্ত রাজগণ
বিকাইয়া দিতে চায় দেশ আপনার।
যবনেরে করি আমন্ত্রণ।
এ বিপদে রোধিবারে পারে দৃঢ় হাতে,
নীতিমান শূর বীর কে আছে ভারতে ?

কবি চন্দ— সাধু সাধু মাতা, পরিতৃপ্ত হোল মোর মন ;
সার্থক হইল মোর দেশ পর্য্যটন।
মাগো, আজো এ ভারত মাঝে আছে হেন বীর,
সম্পদে যে অপ্রমত্ত, বিপদেতে স্থির,
ভারতের সতর্ক প্রহরী অবিচল ;
বীর, শূর, নীতিমান, চরিত্র নির্ম্মল।

২—

সংযুক্তা— ক্ষান্ত করি পল্লবিত ভাষণ তোমার
কহ কবি পরিচয় তার।

কবি চন্দ— মাতা তব পরিচিত সেই নাম ;
দিল্লীশ্বর, পৃথ্বীরাজ ; সর্ব্বগুণ ধাম।

[সংযুক্তা চমকিত ও পরে সলজ্জ হইল]

রণ রঙ্গে মাতি,
এসেছিল যুদ্ধ আশে চান্দেল্ল নৃপতি ;
সহায় অসংখ্য সৈন্য,
আলহ, উদাল, সেনাপতি ;
পরাক্রমে অসুর সমান ;
দেহ যেন পর্ব্বত প্রমাণ—
সেই আলহ উদালে
অবহেলে করিয়া নিহত,
চান্দেল্লের রাজারে করিল পরাজিত,
বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরায়।

সংযুক্তা— রণে জয় পরাজয় ভাগ্যবশে হয় ;
এক রণে জয়, নহে বীরত্বের পরিচয়।

কবি চন্দ— গুর্জ্জরের অধিপতি রাজা ভোলা রায়
বড় গর্ব্বে পৃথ্বী সনে করেছিল রণ।
দন্তে তৃণ করি শেষে, মানি পরাজয়,
ভীরু সে রাখিল প্রাণ, করি পলায়ন।

এসেছিল যবন সে মহম্মদ ঘোরী
পাঞ্জাব করিয়া জয়, বড় দর্প করি—
সেও গেল দেশে ফিরি দন্তে তৃণ ধরি।

প্রিয়ব্রতা— বুঝেছি এবার ;
প্রথমেই হয়েছিল সন্দেহ আমার
দিল্লীশ্বরী সম্বোধন শুনিয়া তোমার।
ছদ্মবেশী তুমি চর রায় পিথোরার
প্রশংশিত চতুরালী তব চাটুকার।
সুকৌশলে অন্তঃপুরে করি আগমন
অন্তরের কথা বুঝি কহিছ এখন
সখী কাছে, পৃথ্বীরাজ কীর্ত্তি অভিনব !
জানিতে কি পারি ভট্ট পরিচয় তব ?

কবি চন্দ— (প্রিয়ব্রতার প্রতি) আয়ুষ্মতী ভব।
প্রশংসিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি তব,
নহে চাতুর্য্য আমার। করি মা স্বীকার,
দূত আমি রায় পিথোরার।
(সংযুক্তার প্রতি) ক্ষম মোরে মাতা,
মনোব্যথা নৃপতির সহিতে না পারি,
ছদ্মবেশ ধরি
আসিয়াছি হেথা।
অভয় করহ মোরে দান ;
'চন্দ বরদাই' আমি তোমার সন্তান।

সংযুক্তা ও প্রিয়ব্রতা— (সবিস্ময়ে) তুমি চাঁদ কবি !

প্রিয়ব্রতা— পৃথ্বীরাজ সভা, প্রভাময় কবিত্বে যাঁহার ;
প্রিয়, মন্ত্রী, বয়স্য তাঁহার ?

[কবি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল]

সংযুক্তা— লহ কবি লহ নমস্কার।
তব শুভ পদার্পণ
করিয়াছে পবিত্র এ কনৌজ ভবন।
কহ কেন ছদ্মবেশ করেছ ধারণ ?
তব নৃপতির
কোন মনোব্যথা তোমা ক'রেছে অধীর ?

কবি চন্দ— সে গোপন কথা
নিরালায় চাহি আমি, নিবেদিতে মাতা।

সংযুক্তা— অভিন্নহৃদয়া মম সখী প্রিয়ব্রতা।
কবি, কোন কথা তার কাছে করি না গোপন ;
অসংকোচে কহ তুমি বক্তব্য আপন।

কবি চন্দ— দিল্লী নৃপতির দুঃখ মনে,
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে,
অধিশ্বরী নাহি পার্শ্বে তাঁর।

প্রিয়ব্রতা— কবি, হাসি পায় শুনি তোমার বচন
তব মতে পৃথ্বীরাজ বীর অতুলন ;

কিন্তু কহ কবি, সে কেমন বীর,
বাগদত্তা প্রেয়সীর
শুনি স্বয়ম্বর বার্ত্তা
রহে যেবা স্থির !
জন্ম লয়ে ক্ষত্র কুলে
হেন অপমান নীরবে যে সহে
বাখান তাহারে বীর বলে ?

কবি চন্দ— জয়চন্দ্র সংযুক্তার স্বয়ম্বরে
আমন্ত্রণ করেননি দিল্লীশ্বরে।

প্রিয়ব্রতা— সুভদ্রা হরণ কথা ; ক্ষত্রিয় বিবাহ রীতি,
নাহি জানে তোমাদের দিল্লীর ভূপতি ?
নাহি জানে রাজনীতি, পড়েনি পুরাণ ?
তবু তারে কহ নীতিমান,
গাহ সদা তারই যশোগীতি !

কবি চন্দ— জানি আমি ভারত কাহিনী,
জানেন আমার নৃপমণি।
কিন্তু আত্মীয় বিরোধ অপ্রিয় তাঁহার।
স্বয়ম্বর সভা হতে সংযুক্তারে করিলে হরণ
ক্রুদ্ধ কনৌজ ঈশ্বর
সমরে হবেন অগ্রসর।
আছে মাত্রা শঙ্কার কারন।

প্রিয়ব্রতা— (ক্রুদ্ধভাবে) কহ, তবে কি উদ্দেশে
এলে তুমি হেথা ছদ্মবেশে ?
এলে দিতে উপদেশ রাজকুমারীরে
তব সনে চুপে চুপে গৃহ ছাড়িবারে ?
কবি, সৌজন্যের সীমা করো না লঙ্ঘন ;
পথ দেখো, এ গৃহ বাহিরে ;
বিলম্বেতে ঘটিবে বন্ধন।

কবি চন্দ— ঘটাতে বন্ধন, মোর এই আয়োজন ;
দূরপথ অতিক্রমি হেথা আগমন।
যুদ্ধে না ডরেন প্রভু মোর,
কিন্তু তার পূর্ব্বে মাতা জানা প্রয়োজন
সুভদ্রার মন।
আমি তাই আসিয়াছি পক্ষে তার
অনুমতি লতে সুভদ্রার।

প্রিয়ব্রতা— অনুমতি ! অনুমতি আজ
মাগিছেন পৃথ্বীরাজ !
শুনি পাই লাজ।
শুধায়ো তাহারে ; লয়ে সংযুক্তারে
জনহীন বনপথে, নির্ঝরিনী তীরে,
আজমীঢ়ে 'তারা' গিরি'পরে,
ভ্রমিতেন পৃথ্বীরাজ যবে ;

সে দিন সে অনুমতি কে দিল কাহারে ?
শুধায়ো তাহারে
একান্তে বিশাল সরোবরে ;
আনা সরসীর বক্ষোপরে,
সখী সনে তরণী বিহারে,
অনুমতি কে দিল কাহারে ?
অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া সোহাগে আবেশে
দাঁড়াইয়া পৃষ্ঠদেশে,
অনিমেষ আঁখি, হাতে হাত রাখি,
ধনুতে জুড়িয়া খরশর
বীরবর শিখাইত যবে লক্ষ্যভেদ –
পরিণাম হায় নারীমেধ যার ;
সেদিন সে অনুমতি লয়েছিল কার ?

সংযুক্তা— ক্ষান্ত হও প্রিয়ব্রতা, বৃথা তিরস্কারে
কি লাভ হইবে আজি দিল্লীর ঈশ্বরে।
কবিবরে অকারণ অনুযোগে
করিতেছ বৃথা লজ্জা দান।
সংযুক্তার প্রাণ
সকলি সহিতে পারে ;
শুধু সহিবে না অপমান।
পিতা মোর মাৎসর্য্যেতে মাতি—

রাজসূয় যজ্ঞ ফাঁদ পাতি
স্বয়ম্বর যূপকাষ্ঠে
আমারে করিয়া হত্যা
অহং দর্প মোহে,
চলেছেন হতে আত্মঘাতী।
ভেবেছিনু মনে,
এ জীবনে আমরণ অনূঢ়া রহিব ;
হৃদয় দ্বিতীয়বার অপরে না দিব।
সে সাধে সাধিল বাদ পিতা ;
এখন আশ্রয় মোর শ্মশানের চিতা।

কবি চন্দ— মাতা, করিও না প্রিয়বরে ব্যর্থ মনোরথ।
পিতার মনের চিত্র জেনেছ যখন,
শক্তিহীনা নহ তুমি মাতা
গ্রন্থি তার করিতে ছেদন :
এই দণ্ডে পার তুমি অনায়াসে।
আজ্ঞাবাহী দিল্লীশ্বর ইঙ্গিতে তোমার
আসিয়া দাঁড়াবে তব পাশে।

সংযুক্তা— কেন এই অনুরোধ, বচন বিন্যাস !
আজমীঢ়ের ছেলেখেলা ভুলি,
অতীতেরে দিয়া জলাঞ্জলী,
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে সুখী ত দিল্লীর ঈশ্বর ;

কেন এই বৃথা দৌত্য কবিবর ;
এ ব্যর্থ প্রয়াস ?

কবি চন্দ— ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসন
তোমারে করিছে আবাহন।
শুধু তোমাদের এই বিবাহ বন্ধন
এই দুর্দ্দিনে রক্ষিবারে পারে এ ভারতে
যবনের কালগ্রাস হতে।
দেশহিত ব্রতে, তুচ্ছ করি অভিমান,
ভুলি মান অপমান, সুখ আপনার
আত্মাহুতি দেওয়া নহে কর্ত্তব্য তোমার ?
আসিয়াছি মা তোমারে করিতে বরণ ;
দিল্লীশ্বরী দিল্লীবক্ষে কর পদার্পণ।

সংযুক্তা— (বিচলিত হইয়া)
প্রবল বিদ্বেষ বিষে হৃদয় জর্জ্জর
কনৌজ ঈশ্বর,
সদাই অহিত চিন্তা করেন দিল্লীর।
দ্বিধা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হৃদয় অধীর ;
নাহি পারি করিবারে স্থির
কি আমার কর্ত্তব্য এখন।
দিল্লীশ্বরে করিলে বরণ
জ্বলিবে ভীষণ কালানল,

বাধিবে সমর ;
পরিণাম তার জানেন ঈশ্বর ।

কবি চন্দ— মনে হয় মোর
তব পরিণয় ডোর
চৌহান রাঠোর, দুই কুলে একসূত্রে করিবে বন্ধন ।
পৃথ্বীরাজ সহ মিলি মাতা,
যবে পিতৃ পদধূলি করিবে গ্রহণ ;
বৈরভাব করিয়া বর্জ্জন
ক্ষমা করিবেন তিনি কন্যা জামাতারে,
এ বিশ্বাস জাগিছে অন্তরে ।
যতই কঠোর হ'ন, তবু তিনি পিতা,
তনয়ার পাশে পরাজয়
মানিয়া লবেন সুনিশ্চয় ।

প্রিয়ব্রতা— শুধু প্রেম পরিতৃপ্তি লাগি,
তব পাশে প্রিয়সখী ভিক্ষা নাহি মাগি ।
জাগি আছ অতন্দ্র নয়ন
যে দেশের মঙ্গল কারণ,
সেই ভারতের লাগি কর আত্মদান ;
পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, মান, অপমান,
সব চিন্তা দিয়া বিসর্জ্জন ।

সংযুক্তা— কবি লহ নমস্কার ।
জানাইও দিল্লীনাথে প্রণাম আমার ।

এই কণ্ঠহার—
এতদিন ছিল স্থান মম বক্ষে যার,
অর্পিলাম তব করে।
স্বয়ম্বরে বরমাল্য করিতে অর্পণ
ভাগ্য যদি নাহি দেয় মোরে,
বলো তারে, এই কণ্ঠহারে
পৃথ্বীরাজে দিল্লীশ্বরে করিনু বরণ।

কবি চন্দ— (কণ্ঠহার লইয়া শিরে ঠেকাইয়া)
প্রথম দর্শন ক্ষণে
দিল্লীশ্বরী উচ্চারণে
সম্বোধন করিনি বৃথাই।
জননী ! তোমার এই উপহার
পৃথ্বীরাজে অর্পিবারে লইলাম ভার।
আজি তবে লইনু বিদায়
যথাকালে যথাস্থানে দর্শন আশায়।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রিয়ব্রতা— পিতৃগৃহে বন্দিনীর উদ্ধারের দায়
অর্পিলাম রায় পিথোরায়।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

পৃথ্বীরাজের প্রাসাদের কক্ষ।

পৃথ্বীরাজ ও গোবিন্দ পাদচারণা করিতেছেন।

পৃথ্বীরাজ— রাঠোরের রাজসূয় যজ্ঞ আমন্ত্রণ
করিনি গ্রহণ;
করিয়াছি প্রত্যাখ্যান।
কিন্তু ভাই করিয়া স্মরণ
পরিণাম তার বিষময়।
চিত্ত মোর স্থির নাহি হয়।
হঠকারী ক্ষণক্রোধী কনৌজ রাজন
নাহি জানি কি করে কখন।

গোবিন্দ— মহারাজ! বিষয় কি এত গুরুতর
চিন্তি যাহা বিষাদিত দিল্লীর ঈশ্বর?
সৈন্যবলে সমর কৌশলে
রাঠোর কি এত বলবান?
কেন এই চিন্তা তব চৌহান প্রধান?

পৃথ্বীরাজ— সতর্কতা সকল সময়
পরিণামে প্রদানে মঙ্গল
কে সবল কে দুর্ব্বল,
সে বিচারে বল কিবা ফল।

গোবিন্দ— জ্যেষ্ঠ, নিস্ফল চিন্তায় কহ কিবা প্রয়োজন !
অনুমতি দেহ মোরে, হে রাজন !
পণ্ড করি দিয়ে আসি যজ্ঞ আয়োজন ;
অসমাপ্ত যজ্ঞ-ভস্ম অর্পি তার মুখে,
লুপ্ত করি রাজ-চক্রবর্ত্তী পদ-আশ,
জয়চন্দ্রে বাঁধি আনি দিই তব পাশ।

পৃথ্বীরাজ— যজ্ঞনাশে অভিরুচি নাহি মোর ভাই।

গোবিন্দ— কিন্তু স্পর্দ্ধা রাঠোরের !
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি সমাপন
রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে সারা ভারতের ;
চৌহান করিবে তাহা নিরবে দর্শন,
ভুলি শৌর্য্য, ক্ষাত্র বীর্য্য, প্রাধান্য আপন !

পৃথ্বীরাজ— ধৈর্য্য ধর।
বার্ত্তাবহ আসুক ফিরিয়া
কর্ত্তব্য করিব স্থির সকল শুনিয়া।

গোবিন্দ— নিমন্ত্রণ করি প্রত্যাখ্যান
যদি বসি থাকহ নীরবে,
রাজ-চক্রবর্ত্তী বলি তারে
স্বীকারের নামন্তর হবে।

পৃথ্বীরাজ— হয় হোক, কিবা ক্ষতি তায় ?
চিন্তা মোর তার জন্য নয়।

নহেত বিদেশী কেহ
ভারতের অধিবাসী, স্বজাতি আমার
রাজ-চক্রবর্ত্তী যদি হয় ; অধীনতা তার
স্বীকার করিতে পারি ; স্বদেশের লাগি।
কিন্তু ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় মৃত্যু মাগি,
উচ্চ স্বরে কহিতে সঙ্কোচ জাগে মনে,
মহারাজ জয়চন্দ্র চায় মিত্রতা যবন সনে।
সঙ্গোপনে বিদেশীরে করিয়া সহায়,
দিয়া তারে নানা উপহার,
করি বশ্যতা স্বীকার,
চক্রবর্ত্তী হবে স্বদেশের
কি গ্রহের ফের !
তাই, তাই রাজসূয় যজ্ঞ নিমন্ত্রণ
প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, করিনি গ্রহণ।

গোবিন্দ— তব দূত মুখে পেয়ে সমাচার
কালক্ষেপ না করিয়া আর
অবিলম্বে ত্যজিনু চিতোর !
কহিল সমর্ষি রাণা
নিশ্চয় রাঠোর
চিতোরে পাঠাবে আমন্ত্রণ ;
আমিও না করিব গ্রহণ।

কিন্তু তিনি সংযুক্তার শুনি স্বয়ম্বর
হয়েছেন অতিশয় চিন্তিত অন্তর।

পৃথ্বীরাজ— সংযুক্তার স্বয়ম্বর করেছি শ্রবণ,
কিন্তু আমি পাই নাই তার নিমন্ত্রণ।
সংযুক্তা, সংযুক্তা আমার
বিরাট সমস্যা ; গুরুভার !

গোবিন্দ— মদমত্ত জয়চন্দ্র কন্যা আপনার
কভু না করিবে দান শত্রুরে তাহার।
যজ্ঞ বিঘ্ন নাহি চাহ যদি,
বাক্‌দত্তায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য তোমার।

পৃথ্বীরাজ— কি উপায় তার ?
বিনা নিমন্ত্রণ,
নাহি চাহে মন
স্বয়ম্বর সভামাঝে করিতে গমন।

গোবিন্দ— হরণ তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুশাসন।

পৃথ্বীরাজ— সত্য। কিন্তু পেয়েছি সংবাদ আমি,
যবনের চর ফিরিতেছে দেশে দেশে।
ঘোরী মহম্মদ পঞ্চনদ করিয়াছে জয় ;
জম্মু নরেশ্বর পাঠায়ে তনয়ে তার সহ উপায়ন,
যবনের পদাশ্রয় করেছে গ্রহণ।
গোবিন্দ ! ঘোরী নহে সুলতান মামুদ।

প্রাসাদ মন্দির চূর্ণ করি,
চূর্ণ করি দেবতা বিগ্রহ,
বিলুণ্ঠিত ধনরত্ন সহ
মামুদের মত, স্বদেশে সে নাহি যাবে ফিরি।
হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ, নারী নির্য্যাতন,
সমগ্র এ হিন্দুস্থানে ইসলামের সাম্রাজ্য স্থাপন,
একমাত্র লক্ষ্য তার।
হেন অসময়ে
অনুচিত জ্ঞাতি দ্বন্দ্ব; সে সুযোগ লয়ে
ঘোরী যদি করে আক্রমণ;
নাহি জানি ভারতের অদৃষ্ট লিখন।

গোবিন্দ— হে রাজন! ঘোরী সেথা গজনীতে বসি
রচিছে চক্রান্ত জাল অনুমান করি,
লুকাইব গৃহ মাঝে ফেলি দিয়ে অসি;
মৃত্যুভয়ে লব এই অপমৃত্যু বরি!
আরো এক কথা মহারাজ!
করি প্রত্যাখ্যান রাজসূয় যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ
রাঠোরের শত্রুতা করেছ আমন্ত্রণ
সমাদরে দিল্লীর মাঝারে।
কেন তবে এই দ্বিধা সংযুক্তারে করিতে গ্রহণ?
অনুরোধ এ দৌর্ব্বল্য করহ বর্জ্জন।

পৃথ্বীরাজ— সংযুক্তার লাগি যদি বাধে রণ ;
গৃহযুদ্ধে হই মত্ত ;
সে সুযোগ করিয়া গ্রহণ
যবন ভারতবর্ষ করি আক্রমণ
বিধিদত্ত স্বাধীনতা করিলে হরণ,
ভবিষ্যৎ বংশধরগণ
লম্পট কামুক বলি ঘৃণা সহকারে
অভিশাপে জর্জ্জরিত করিবে আমারে।

গোবিন্দ— বর্ত্তমান ছাড়ি ভবিষ্যৎ ভয়,
হতে পারে বিজ্ঞোচিত বীরোচিত নয়।
গেছে ঘোরী, এই ত সেদিন ফিরি
করজোড়ে তব পদে প্রাণ ভিক্ষা করি।
ঘোরী বিভীষিকা, ভবিষ্যৎ আশঙ্কার ছায়া।
সংযুক্তা বাস্তব বর্ত্তমান ; সে তো নহে মায়া।
অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ত্যজি,
রাখিবে না সংযুক্তার মান ?
সহিবে প্রেমের অপমান ?
কহ সত্য করি,
মানস মহিষী তব নহে সেই সংযুক্তা সুন্দরী ?
হৃদয় নৈবেদ্য কি সে করেনি অর্পণ,
সূত্রহীন মাল্যে করি তোমারে বরণ ?

৩—

পৃথ্বীরাজ—(চঞ্চলভাবে) গোবিন্দ !

গোবিন্দ— স্বয়ংবর সভামাঝে যবে
অসহায়া দাঁড়াইবে আসি একাকিনী
ভারতের ভাবী রাজেন্দ্রাণী ;
তার তৃষিত খঞ্জন নয়ন
করিবে না তব অন্বেষণ ?

পৃথ্বীরাজ— গোবিন্দ, গোবিন্দ ! স্তব্ধ হও, শান্ত হও,
উন্মাদ করোনা মোরে ভাই।
সামান্য মানব আমি,
মনে মোর সংযমের বৃথা দর্প নাই।
লালসার কাল সর্প,
দংশন জ্বালায়
অবসন্ন করিবারে চায়।

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী— প্রভু সভাকবি 'চন্দ বরদাই' দরশন আশে
দাঁড়ায়ে আছেন দ্বারদেশে।

পৃথ্বীরাজ— সসম্মানে লয়ে এস তাঁরে

[প্রহরীর প্রস্থান]

গিয়াছিল কবিবর কণৌজ ভ্রমণে,
ছদ্মবেশে আয়োজন জানিতে গোপনে।

সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছিনু তারে
বারেক দেখিয়া যেন আসে সংযুক্তারে ;

[চন্দ বরদাইএর প্রবেশ ও অভিবাদন]

পৃথ্বীরাজ— কি সংবাদ রাজহংস !
কি কহিলা দময়ন্তী ?

গোবিন্দ— আমি কি শুনিব সব কথা ?

পৃথ্বীরাজ— তুমি যে জীবন কাব্য করেছিলে শুরু
কহিবেন কবি তার অপর অধ্যায়।
শোন সমাচার সংযুক্তার ;
কহ কবি বারতা তোমার।

কবি চন্দ— রাজহংস নহি প্রভু, নহি কবি আর।
আমি কপি, আনিয়াছি বন্দিনী সীতার
হৃদয়ের কথা, সাথে আদেশ তাঁহার।

পৃথ্বীরাজ— সাধু, সাধু, আনিয়াছ নিদর্শন তার ?

কবি চন্দ— দর্শন করিনু প্রভু কণৌজ নগর ;
কি বিস্তৃত যজ্ঞ ক্ষেত্র, সজ্জা মনোহর,
কি বিরাট আয়োজন !
পেয়ে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে রাজগণ,
আসিতেছে কেহ।

জয়চন্দ্র নিয়োজিত স্বজন সকলে
পাত্র মিত্র কিঙ্কর কিঙ্করী দলে দলে
মর্য্যাদার অনুরূপ আতিথ্য পালনে
তোষিতেছে অভ্যাগতগণে।
রাজপুরী জুড়ি রব উঠিছে গগনে
দীয়তাম্ ভূজ্যতাম্।

পৃথ্বীরাজ— লভিলাম মহা তৃপ্তি ; শুনিলাম
জয়চন্দ্র যশোগাথা। কহ কবিবর
সংযুক্তার বার্ত্তা অতঃপর।

কবি চন্দ— সৌরাষ্ট্র, কাশ্মীর, সিন্ধু, মালব, গুর্জ্জর,
আসিয়াছে কত রাজ্যেশ্বর ;
কেহ যুবা, কেহ প্রৌঢ়, কারো শুভ্র শির ;
সংযুক্তা লাভের আশে,
সমাগত কত ক্ষত্রবীর !

পৃথ্বীরাজ— ক্ষান্ত কর কবি তব পল্লবিত নিষ্ফল বর্ণন ;
কহ কোন ভাগ্যবানে করিবে বরণ
সংযুক্তা সুন্দরী ?

কবি চন্দ— ভাগ্যবান এক দৌবারিক্ ;
বরমাল্য লভ্য হবে তারই।

পৃথ্বী ও গোবিন্দ—দৌবারিক্ ?

গোবিন্দ— কোথাকার নাগরিক ?

পৃথ্বীরাজ— কবিবর,
অনেক সময় রহস্যও হয় তিক্তকর।

কবি চন্দ— মহারাজ, শুনেছি যা আপন শ্রবণে,
সংযুক্তার স্বমুখের বাণী সঙ্গোপনে,
করিনু প্রকাশ তাই আপন সদনে।

পৃথ্বীরাজ—(সবিস্ময়ে) নিজমুখে বলেছেন তিনি ?
পেয়েছিলে সাক্ষাৎ তাঁহার ?

কবি চন্দ— অতিকষ্টে মহারাজ,
ছদ্মবেশে। ভট্টবেশ করিয়া ধারণ,
পেয়েছিনু দরশন।

পৃথ্বীরাজ—(সাগ্রহে) বলেছিলে মোর কথা !
উত্তর কি করিলা প্রদান ?

কবি চন্দ— কহিলেন কণৌজ দুলালী,
সর্ব্ব সুখে দিয়া জলাঞ্জলী,
সহি দুঃখ শত,
মন মোর করিয়া সংযত
আচরি কৌমার্য্য ব্রত
রহিব অনূঢ়া, বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর প্রায় ;
বিকাব না আপনারে,
আর কোন পুরুষের পায়।

গোবিন্দ— কবি, তব বাক্য স্রোতে হায় !
দীন দৌবারিক দেখ বুঝি ভেসে যায়।

পৃথ্বীরাজ— কবি করি মিনতি তোমায়
রাখিও না সন্দেহ দোলায়।
সংযুক্তার নির্দ্দেশ কি কহ ?

কবি চন্দ— দূত গিয়া কহিলা যখন,
দিল্লীপতি ফিরায়ে দিয়াছে নিমন্ত্রণ ;
জয়চন্দ্র হতমান—
পাত্রসনে সঙ্গোপনে করিয়া মন্ত্রণা,
পৃথ্বীরাজ মূর্ত্তি এক করিয়া নির্ম্মাণ
দ্বারদেশে দ্বারপাল বেশে
স্থাপিয়াছে তারে,
প্রহরীর বেত্র দিয়া করে।
সমাগত রাজন্যমণ্ডলী
জনে জনে দেখিতেছে হয়ে কুতুহলী।
উল্লাসে রাঠোর
ব্যঙ্গ করে, কটু কহে দ্বারপালে।

গোবিন্দ— দিল্লীশ্বর দ্বারপাল রাঠোরের ?
রাঠোর সে ঘৃণ্য সারমেয় ;
বীরেন্দ্র কেশরী পৃথ্বীরাজ
রাঠোরের কাছে এত হেয় !

মহারাজ কর আজ্ঞাদান,
সেই দ্বারপাল পদে
হয় কিনা নত দেখি কণৌজ সন্তান ;
কত শক্তি ধরে জয়চাঁদ।
নির্ব্বোধ পেতেছে নিজ মরণের ফাঁদ !

পৃথ্বীরাজ— শান্ত হও ভাই, অগ্রসর হতে হবে ধীরে ;
সমর পিপাসা তব মিটিবে অচিরে।
কহ কবিবর,
স্বয়ম্বর সভাতলে
সংযুক্তা কি দিবে মালা সেই দৌবারিক গলে ?

কবি চন্দ— মিনতি আমার
রেখেছেন মহাদেবী।
স্বয়ম্বর স্থলে
করেছেন অঙ্গীকার মাল্য দিতে দ্বারপাল গলে।
জিজ্ঞাসিলা মোরে,
শক্তিমান লুব্ধ যবনেরে
রোধিবারে কেবা শক্তি ধরে ?
আমি কহিলাম দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ।
কহিলেন মহাদেবী, তারেই বরিব সভামাঝ।

পৃথ্বীরাজ— রাঠোর চৌহান
হয় যদি সম্মিলিত, হয় এক প্রাণ ;

সম্মুখ সমরে একটী ফুৎকারে
যবনের সেনা ধূলিকণা সম যাবে উড়ে।
জিনিতে সে মিলিত শক্তিরে
দেবতাও শক্তি নাহি ধরে।

গোবিন্দ— রাঠোর চৌহান এ দুয়ের একত্র মিলন !
কেমনে সম্ভব হবে এই অঘটন ?
রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে কনৌজ ঈশ্বর ;
কহ তবে চৌহান কেমনে
সমরে মিলাবে হাত রাঠোরের সনে ?

কবি চন্দ— যুবরাজ ! এ সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব করহ বর্জ্জন।
হিন্দুস্থানে গৃহযুদ্ধ নহে ত নূতন।
জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব, স্বজাতি বিরোধ,
বিনাশিয়া হিতাহিত বোধ,
ভারতের সর্ব্বনাশ করেছে সাধন।
দরায়ুস, সিকন্দর, সেলুকস, মামুদ সুলতান,
হয় না স্মরণ—
একদা করিল যারা ভারত লুণ্ঠন ?
এসেছিল সিকন্দার গ্রীস দেশ হতে
দিগ্বিজয় ব্রতী।
বীরশ্রেষ্ঠ পুরুরাজ, অমিত শকতি
বাধা দিল তারে, এ ভারত প্রবেশের দ্বারে।

জ্ঞাতিশত্রু তক্ষশীলা পতি
বিশ্বাসঘাতক অম্ভী,
বিদেশীর পদলেহী ঘৃণ্য হীনমতি,
অশ্ব গজ ছাগ মেষ করিয়া প্রদান
দেশের শত্রুরে দিল পথের সন্ধান।
জ্ঞাতির কৌশলে,
সুলতান মামুদ কাছে হয়ে পরাজিত,
পঞ্চনদ পতি
জয়পাল আত্মাহুতি দিল যে অনলে,
সে চিতাগ্নি আজো যুবরাজ,
হয় নাই নির্ব্বাপিত এ ভারত মাঝ।

গোবিন্দ— বিপুল গৌরবমাখা এই ভারতের ইতিহাস
অবহেলে করি উপহাস,
যে কালিমাময় চিত্র করিলে অঙ্কন,
হে কবি নির্ম্মম !
আছে তার আছে ব্যতিক্রম।
আছে সমুজ্জ্বল চিত্র জাতির দেশের ;
ইতিহাস আছে গৌরবের।

কবি চন্দ— আছে দীর্ঘ ইতিহাস ভারত মাতার
উজ্জ্বল গৌরবপূর্ণ, সত্য হে কুমার।
শিক্ষা তার করিয়া গ্রহণ
ভবিষ্যৎ ইতিহাস কর প্রণয়ন।

গোবিন্দ— মহম্মদ ঘোরী নহে অজানা মোদের।
শক্তি তার, কূটনীতি, কৌশল যুদ্ধের,
সকলি তো জানা আছে আমা সবাকার।
কেন তবে অকারণ চিন্তা বার বার,
রাঠোর না মিলে যদি চৌহানের সনে!
যদি আসে ঘোরী পুনঃ রণে
রাঠোর রোধিবে তরায়ণে।

কবি চন্দ— যুবরাজ যুদ্ধ জয়, শুধু বাহু বলে নাহি হয়।
আর বীর্য্যেও যবন ন্যূন নয়।
দুর্ভাগ্য মোদের, ভারত সন্তান
ভাবে না ভারত বিনা আছে অন্য স্থান।
কূপ-মণ্ডুকের রীতি তার।
অপরের অস্ত্রবল, সমর সম্ভার
সৈন্য সংখ্যা কত, জানিবার চেষ্টা বিধিমত
কোন দিন করে নি ভারত। তাই রণে
ঠেকাতে পারে নি তারা বৈদেশিকগণে।
একবার ভাগ্যবলে কিংবা পরাক্রমে
জিনিয়াছ যবন ঘোরীরে,
সেই দম্ভে মত্ত হয়ে হীনবল ভাবিয়া অরিরে
বাড়ায়ো না জ্ঞাতিশত্রু, বাধায়ো না গৃহযুদ্ধ,
মজিয়া বিভ্রমে।

হিন্দুস্থানবাসী—
হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
এ দুর্দ্দিনে রক্ষা নাই বিনা সম্মেলন।

পৃথ্বীরাজ— সাধু, সাধু, সাধু কবিবর;
তব যুক্তি করিয়া শ্রবণ
পরিতৃপ্ত হ'লো মোর মন।
মম কণ্ঠহার—
দেশাত্মবোধের তব এই পুরস্কার;
লহ কবি সহ নমস্কার।

[কণ্ঠহার প্রদান করিতে গেলেন]

কবি চন্দ— এ আমার প্রভূত সম্মান;
শির পাতি করিনু গ্রহণ।
মানি আজ সার্থক জীবন

[কণ্ঠহার গ্রহণ]

কিন্তু স্পর্দ্ধা ক্ষণিকের
তব হংসদূতের
মার্জ্জনা করিও মহারাজ।
তোমারেও দিব পুরস্কার;
জগতে দুর্লভ; তাই তব যোগ্যতম উপহার।

[সংযুক্তার হার বাহির করিয়া]

দেবী সংযুক্তার
প্রেম সূত্রে গাঁথা এই রত্নহার।

স্বয়ম্বরে বরমাল্য করিতে অর্পণ
ভাগ্য যদি নাহি দেয় তারে
তাই বালা করেছে বরণ
পৃথ্বীরাজে এই প্রিয় কণ্ঠহারে।
স্বয়ম্বরা দিল্লীরাজে বরিয়াছে পতি।
পত্নীরে উদ্ধার কর, তুমি তার গতি।

[সংযুক্তার হারটী গলায় পড়ায়ইা দিল]

পৃথ্বীরাজ— সংযুক্তা, সংযুক্তা !

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[**জয়চন্দ্রের অন্তঃপুর**]

[জয়চন্দ্র পাদচারণা করিতেছেন ; মহারাণী দাঁড়াইয়া।]

জয়চন্দ্র— রাণি ! অতীতের কথা করিলে স্মরণ
দাবানল জ্বলে মনে।
কি অশুভ ক্ষণে
অভাগী সংযুক্তা তব লভিল জনম !
স্নেহ প্রীতি ভরে
কেন তারে সমাদরে করিনু পালন ?

মহারাণী— অন্যায় কি করিয়াছে তনয়া তোমার ?
চির প্রথা আছে স্বয়ম্বরে,
কুমারী বরিয়া লবে মনোমত বরে।

জয়চন্দ্র— তা বলিয়া দ্বারপালে করিবে বরণ ?

মহারাণী— হে রাজন ! দ্বারপাল কহ তুমি কারে ?
ঈর্ষাবশে মূর্ত্তি কারো করিয়া নির্ম্মাণ
রাখি দিলে আপনার দ্বারে ;
হয় কি সে দৌবারিক ?

কহে বিজ্ঞজন,
কুমারী হৃদয় রূপ চাহে করিতে বরণ;
তনয়া রহিবে চির সুখে
চাহে তাই বিত্তরাশি জননীর মন;
গুণবান যশস্বী যে জন
পিতা তারে দিতে চায় কন্যারে আপন!
কুল চাহে যত বন্ধুগণ;
মিষ্টান্ন ইতর জনা, প্রাজ্ঞের বচন।
পৃথ্বীরাজে করিয়া বরণ
সংযুক্তা সবার আশা করেছে পূরণ।

জয়চন্দ্র— সুখী তুমি হইয়াছ রাণি?

মহারাণী— কন্যা গর্ব্বে হইয়াছি আমি গরবিনী।
যবে বলে সবে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ সিংহাসনে,
পট্ট-মহিষীর মর্য্যাদায়
সংযুক্তায় পৃথ্বীরাজ করেছে স্থাপন;
আনন্দে ভরিয়া উঠে মন।
শুনি যবে রাজকীয় হিতাহিত বিচারের ভার
অর্পিয়াছে দিল্লীরাজ করে সংযুক্তার,
পূর্ণ হয় কন্যা গর্ব্বে হৃদয় আমার।

জয়চন্দ্র— মহারাণি, তব বাণী
দ্বিগুণিত করি দিল হৃদয়ের গ্লানি।

যে সন্তান, বলি দিল পিতার সম্মান ;
দিল্লী হারানোর অপমান
যে মোরে নূতন করে করালো স্মরণ,
করিল বিষাক্ত ক্ষতে লবণ লেপন ;
রাজসূয় অনুষ্ঠান
যে রাঠোর কুল কলঙ্কিনী
করিল নির্ম্মূল
তারে আমি করিব না ক্ষমা।

মহারাণী— ক্ষমা কর মহারাজ,
ক্ষমা কর তনয়ারে তব।
শান্তিতে থাকিতে দাও তারে ;
সে তো আর আসিবেনা
কভু তব দ্বারে।

জয়চন্দ্র— স্পর্দ্ধা হবে তার
হেথা আসিবার !
স্মরি স্নেহ মাতৃস্বসা কমলাদেবীর,
স্মরি স্মৃতি শৈশবের, কিশোর পৃথ্বীর,
এতদিন করি নাই দিল্লী আক্রমণ ;
রূপায়িত করি নাই আপন স্বপন।
ধূমায়িত সেই বহ্নি পৃথ্বী জ্বালায়েছে,
ব্যাজন করেছে বায়ু, ঘৃত ঢালিয়াছে।

আর ক্ষমা নাই, স্নেহ নাই, নাই দুর্ব্বলতা।
দিল্লী ধ্বংস কাম্য মোর। দিয়েছি বারতা
মামুদ ঘোরীরে......

মহারাণী— (আতঙ্কে) ডাকিতেছ যবনেরে
দিতে শাস্তি আপনার কন্যা জামাতারে !

জয়চন্দ্র— বন্দী করি পৃথ্বীরাজে,
ধ্বংস করি তার রাজধানী,
সংযুক্তারে করিয়া বন্দিনী
যদি হেথা পারি আনিবারে,
কারে বলে পিতৃভক্তি
কশাঘাতে শিখাইব তারে।

(সংযুক্তার প্রবেশ)

সংযুক্তা— তাই কর পিতা ;
হের কন্যা সম্মুখে তোমার।
স্নেহ পাশে চির বন্দিনীরে
বন্দিনী করিতে পুনর্ব্বার
শৃঙ্খলের প্রয়োজন কিবা আছে আর ?

জয়চন্দ্র ও মহারাণী—(সবিস্ময়ে) সংযুক্তা ! সংযুক্তা !

[সংযুক্তার পিতা ও মাতাকে প্রণাম]

মহারাণী— (সংযুক্তাকে বক্ষে লইয়া) আয় মা আমার ;

বধূ বেশ হেরি তোর
নয়ন সার্থক হোল মোর।
কোথা মাতা জামাতা আমার ?

জয়চন্দ্র— পৃথ্বীরাজ ! কোথা পৃথ্বীরাজ ?
কে আছ প্রহরী দ্বারে ;
আদেশ জানাও মোর সেনাপতি প্রতি
পৃথ্বীরাজে বন্দী করিবারে।

মহারাণী— মহারাজ !
পরিণীতা কন্যা আজি জামাতা সংহতি
আসিয়াছে জানাতে প্রণতি।
ক্ষাত্র ধর্ম্ম করি পরিহার,
ভুলি সাধারণ শিষ্টাচার,
একি তব আচরণ তাহাদের প্রতি ?
সভা হতে সমক্ষে সবার,
যেই দিন বীর পৃথ্বীরাজ
অশ্ব পৃষ্ঠে লয়ে সংযুক্তায়
দিল্লীপথে করিল গমন,
কোথা ছিল তব সৈন্যগণ ?
সেদিন পারিতে যদি তারে
বন্দী করিবারে
বিচারের অধিকার করিতে অর্জ্জন।

জয়চন্দ্র— সেদিন সংবাদ দিয়া আসে নাই পৃথ্বীরাজ।
প্রত্যাখ্যান করি নিমন্ত্রণ
সভামাঝে এসেছিল চোরের মতন।
উৎসবে প্রমত্ত ছিল পুরী,
প্রস্তুত ছিল না সৈন্যগণ ;
দাক্ষিণাত্য নিবাসীর ছদ্মবেশে তাই
সংযুক্তারে করিল হরণ
ক্ষত্রকুল-কলঙ্ক ভুলি মর্য্যাদা আপন।

সংযুক্তা— পিতা ! স্বয়ম্বর সভামাঝে করিয়া প্রণাম
যবে যাচিলাম আশীর্ব্বাদ তব
হয় কি স্মরণ,
আদেশিলে যোগ্য বরে করিতে বরণ ?
এসেছিল যত রাজগণ,
শৌর্য্যে বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান,
তোমার জামাতা হতে কে ছিল প্রধান ?
দিল্লীর সম্রাটে পিতা আদেশে তোমার
নিয়েছি বরণ করি পতিত্বে আমার।

জয়চন্দ্র— দিল্লী, দিল্লী ; এই শব্দ দুটী,
শব্দ নয়, শর যেন, তীব্র বেগে ছুটি
বিদ্ধ করে মর্ম্মস্থল ; জ্বলন্ত অনল
দগ্ধ করে শ্রবণ যুগল।
ধূর্ত্ত ফেরু পৃথ্বীরাজ......

সংযুক্তা— পিতা। ক্ষমা কর তারে,
ক্ষমা কর মোরে।
চৌহান রাঠোরে মিলাবার তরে
আমি যেই যোগসূত্র করেছি বন্ধন,
তাহারে সুদৃঢ় কর; শুন আবেদন।
দম্ভ ভরে চাহ শির নোয়াইতে যার,
তিনি যদি চরণে তোমার
প্রণতি জানায়ে বারবার
রাজ-চক্রবর্ত্তী বলি করেন স্বীকার;
তথাপি মার্জ্জনা নাহি তার?

জয়চন্দ্র— তস্করের ক্ষমা লভিবার
অধিকার নাহি মোর পাশে।
ছদ্মবেশে অতর্কিতে কণৌজে আসিয়া
কলঙ্ক লেপিয়া মোর নির্ম্মল কুলে
হরণ করিয়া তোরে গেল পলাইয়া।
এসেছিল ভারতের যত রাজগণ
রাজ-চক্রবর্ত্তী রূপে করিতে বরণ
রাজসূয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অর্ঘ্য দিয়া মোরে;
তোর সনে সে মর্য্যাদা করেছে হরণ
হীন পৃথ্বীরাজ।

সংযুক্তা— ক্ষমা তারে কর মহারাজ।

কুল প্রথা ক্ষত্রিয়ের আছে,
হরণ বরণ দুই তুল্য তার কাছে।

জয়চন্দ্র— এক অশ্বপৃষ্ঠে দুই জন
তুই আর পৃথ্বীরাজ !
পৃথ্বীরাজে বধিবারে তুলেছিনু যে অব্যর্থ শূল,
মোহগ্রস্ত হোল বুঝি মন—
মুহূর্ত্তে করিনু সংবরণ ;
কি জানি সে শূল যদি
পৃথ্বীরাজ সনে তোর ঘটায় মরণ।
নতুবা সেদিন
তস্করের প্রাণ হোত মৃত্যুতে বিলীন।

সংযুক্তা— (পিতার বুকে মাথা রাখিয়া)
অগাধ সে স্নেহ হতে পিতা
বঞ্চিত করিবে কেন আজ ?

জয়চন্দ্র— (মুহূর্ত্তে স্নেহে গলিয়া গিয়া)
আঃ ! কি মধুর ! সংযুক্তা মা আমার।

[সংযুক্তার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইতে লাগিলেন]

মহারাণী— মহারাজ ! কথায় কথায়
শুভক্ষণ বৃথা বয়ে যায়।

কোথায় জামাতা তব
আছে প্রতীক্ষায়,
যাও তারে অভ্যর্থনা করি সমাদরে
সত্বর আনহ অন্তঃপুরে।

[জয়চন্দ্র যন্ত্রচালিতের মত কয়েক পদ অগ্রসর
হইয়া যেন সম্বিত পাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন]

জয়চন্দ্র— না, না, পারিব না আমি ;
সমগ্র ভারত উপহাস করিবে আমারে ;
যে লেপিল কুলে মোর কলঙ্কের কালি
সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি সে ঘৃণ্য তস্করে।

মহারাণী— সংযুক্তারে ! আমি যাই চল (গমনোদ্যত)

সংযুক্তা— জননি ! একাকিনী আসিয়াছি আমি ;
সম্রাট আসেননি মোর সনে।
পাঞ্জাব করিয়া জয় মহম্মদ ঘোরী
অগ্রসরি আসিতেছে ধীরে
প্রতিষ্ঠিত করিতে অচিরে
ভারতে ইসলাম রাজ্য।
দিল্লীপতি তাই পাঠালেন মোরে,
প্রার্থনা করিতে নিবেদন,
অপরাধ মার্জ্জনার তরে।
পিতা ! তব আশীর্ব্বাদ নতশিরে করিয়া গ্রহণ

জানাইতে অনুরোধ করিলা আদেশ,
মিলি চৌহানের সনে কণৌজ ঈশ্বর
এ বিপদে রক্ষা যেন করেন স্বদেশ।

জয়চন্দ্র— হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝিলাম এইবার,
হেথা আসিবার উদ্দেশ্য তোমার।
রমণী অঞ্চল অন্তরালে
লুক্কায়িত ভীত পৃথ্বীরাজ
কৌশলে সাধিতে চাহে উদ্দেশ্য তাহার।
যবন যদ্যপি করে দিল্লী আক্রমণ,
রাঠোর করিবে কেন রণ ?
যবনের সেনা পাঞ্জাব করেছে জয়
তাহে মোর নাহি কোন ভয়।
পাঞ্জাবে কণৌজে আছে দূর ব্যবধান,
যবন রাঠোর হতে নহে বলবান।
মিত্র মম জম্মুপতি, ঘোরী মিত্র তার ;
অতএব মিত্র সে আমার।
বিসম্বাদ মিত্র সনে
আমি নাহি চাহি অকারণে।
শোন মোর শেষ কথা,
পৃথ্বীরাজ কৃত অপমান
ভুলিয়া সাহায্য দান করিব তাহারে,

এ হেন নির্ব্বোধ নহি আমি ;
জানি নিজ রাখিতে সম্মান।

সংযুক্তা— স্বদেশ স্বধর্ম্ম তরে, মান অপমান,
ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থ সুখে জলাঞ্জলি দান
করিতে না পার যদি পিতা,
সমস্বরে নিন্দিবে ভারত ;
কহিবে স্বদেশ-দ্রোহী,
তুমি হীন চেতা।
বিধর্ম্মীর সাথে যদি করিয়া মিত্রতা
কর তুমি স্বদেশদ্রোহিতা,
অভিশাপ দিবেন বিধাতা।

জয়চন্দ্র— (চমকাইয়া, পরে নিজেকে সামলাইয়া)
এত স্পর্দ্ধা ? দাঁড়ায়ে সম্মুখে মোর
বলিস যা মুখে আসে তোর।
হয়েছিস দিল্লীর ঈশ্বরী
মনে তাই এত অহঙ্কার ?
দিতেছিস প্রলোভন,
পৃথ্বীরাজ প্রণমিয়া চরণে আমার
রাজ চক্রবর্ত্তী বলি করিবে বরণ।
বলিস সে ভীরু কাপুরুষে,
রাজ-চক্রবর্ত্তী যদি জয়চন্দ্র হয়
হইবে সে আপন পৌরুষে ;

প্রতিহারী ! নিয়ে যাও কারাগারে
বন্দিনী করিয়া স্পর্দ্ধিতা এই পরাশ্রিতা
কুলত্যাগিনীরে।

মহারাণী— কি বলিলে ?
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে অর্দ্ধাংশ ভাগিনী,
রাজেন্দ্রাণী, বীর্য্যশুল্কা, বীরত্বে বিজিতা,
কহ তারে কুল তেয়াগিনী ?
চৌহানের কুলবধূ, বীরেন্দ্র-বন্দিতা,
কুলোজ্জ্বলা দীপান্বিতা রাঠোরের—
সংযুক্তারে কহ পরাশ্রিতা !
বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তোমার,
তাই কহ হেন ভাষা,
কর হেন হীন ব্যবহার।
করিতে না পানাহার
যে আসিয়া না বসিলে কাছে,
বক্ষে যারে রাখি দিতে দোল,
নয়নের আলোক হিল্লোল,
তাহারে রাখিবে কারাগারে ?

জয়চন্দ্র— রাণি, অতীতের স্মৃতি জাগায়ো না আর।
মৃত্যু দেখিয়াছি সংযুক্তার,
সেদিন সে সভাতলে স্বচক্ষে আমার।

প্রেত মূর্ত্তি তার, হের ঐ সম্মুখে তোমার।
প্রেতিনীর বিশ্রামের স্থান কারাগার।

সংযুক্তা— তিলার্দ্ধ না রহিব হেথায় ;
পিতা প্রণাম তোমায়।
মনে হয় উপস্থিত প্রায়
ভারতের দুর্ভাগ্যের দিন।
হে জ্ঞান প্রবীণ !
আজি শুনিলে না কথা,
প্রত্যাখ্যান করিতেছ দিল্লীর মিত্রতা।
করিবে স্মরণ আজিকার আচরণ,
যেদিন কণৌজে তব পশিবে যবন।

জয়চন্দ্র— কি বলিলি ?
স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী আমার ;
কণৌজ জনম ভূমি তোর—
জনমি পরশ পেলি যার ;
যার বহমান
বায়ু হতে, প্রতি শ্বাস করিয়া গ্রহণ
বাঁচাইলি প্রাণ ;
যার অকৃপণ,
অফুরন্ত স্নেহ-সরোবরে
তৃষ্ণায় করিলি জলপান ;

অন্ন যার ঐ দেহ করিল পোষণ,
জীবধাত্রী মাতা—
তারে দিস্ অভিশাপ ! এত কৃতঘ্নতা !
এই দণ্ডে কণ্ঠ তোর করিয়া ছেদন
মুছে ফেলি নিয়তি লিখন।

[তরবারি খুলিয়া অগ্রসর হইলেন]

মহারাণী— (জয়চন্দ্রের পথ রোধ করিয়া)
মহারাজ, মহারাজ !
কন্যা হত্যা, নারী হত্যা করি
ধিক্কৃত কর না বংশ অধর্ম্ম আচরি।

সংযুক্তা—(কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া)
বন্দিনী করহ যদি দিল্লী সম্রাজ্ঞীরে
দক্ষযক্ষ অভিনয় দেখিবে অচিরে।
মাতা জানাই প্রণতি,
সাধ্য যদি থাকে পিতা, রোধ মোর গতি।

[প্রস্থান]

[জয়চন্দ্র সংযুক্তার অনুসরণ করিতে গিয়া
থমকিয়া দাঁড়াইল।]

জয়চন্দ্র— একি !
কে রোধিছে গতি মোর ? কন্যা প্রীতি,
—মোহ—বিমূঢ়তা—
একি দুর্ব্বলতা ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

পৃথ্বীরাজ রাজসভা

(হিন্দু ও বৌদ্ধ নাগরিকের প্রবেশ)

হিন্দু নাগরিক—কৈ হে কহ না কি ব্যাপার,
এসেছে নাকি তুরুখ সোয়ার ?

বৌদ্ধ নাগরিক—বচন করহ প্রত্যাহার ;
তারা দৈবাৎ যদি শোনে 'শুয়ার'
কচাৎ কাটিবে মাথা তোমার।

হিন্দু নাগরিক—শুয়ার ! তুমি কি শুনিতে কি যে শোন ভাই।

বৌদ্ধ নাগরিক—আমারেও শুয়ার সম্ভাষণ !
অহিংসক বৌদ্ধ আমি,
তাই বুঝি সাহসে বেঁধেছ মন ?

হিন্দু নাগরিক—মরি কিবা বুদ্ধির বালাই !
সওয়ার বলে ঘোড় সোয়ারে—অশ্বারোহী সেনা।
এসেছে যবন দূত, তারি আলোচনা
হবে রাজসভা মাঝে, আসিয়াছি তাই ;
কারেও অসম্মানকর কিছু বলি নাই।

বৌদ্ধ নাগরিক—কেমন যবন সেনা চেনা আছে নাকি ?

হিন্দু নাগরিক—কারেও চিনিতে মোর কিছু নাই বাকি।
সেবারে ত গিয়েছিনু রণে।
সেকি ঘোরতর যুদ্ধ যবনের সনে,
সরস্বতী তীরে তরায়নে।
তিন হাতে যুঝে তারা, মারে গদা ফেলে;
পেলে বৃষভের মুণ্ড শৃঙ্গ সহ গেলে।
চার পায়ে দাপাদাপি, চলে লাফ দিয়ে,
নর রক্ত কাঁচা খায়, নখে চিরি হিয়ে।

বৌদ্ধ নাগরিক—তিন হাত, চারি পদ, শুনিনি কোথাও
যত আজগুবি কথা তুমিই শোনাও।

হিন্দু নাগরিক - শোন নি পুরাণ কথা? অসুর দানব?
এসেছেন কলি যুগে এরা সেই সব!

[৩য় নাগরিক, একজন উচ্চপদস্থ
ব্যক্তির প্রবেশ]

৩য় নাগরিক— কি ভায়া কিসের কথা; দানব অসুর?
হঠাৎ এমন সব তুলেছ বেসুর?

বৌদ্ধ নাগরিক—গেছিলেন যুদ্ধে ইনি, তাহারই বারতা।

৩য় নাগরিক— তুমি গিয়েছিলে যুদ্ধে! সর্ব্বনেশে কথা!
গত যুদ্ধে সহরের নাগরিকগণ
যুদ্ধে গিয়েছিল যত জন

প্রধান ছিলাম আমি। চিনি সবাকারে,
জানি সকলের গুণগ্রাম—।

হিন্দু নাগরিক—আজ্ঞে, আজ্ঞে, যেতে হবে বৈদ্যের নিকটে।
যাই আমি, জানাই প্রণাম।

[অপ্রস্তুতভাবে অসুস্থতার ভাণ করিয়া প্রস্থান]

বৌদ্ধ নাগরিক—আবার যবন দূত? ব্যাপারটা কি?
যুদ্ধের ঝঞ্ঝাট পুন বাধিবে নাকি?
যুদ্ধে চিরকাল,
মারামারি কাটাকাটি বাড়ায় জঞ্জাল।
অকারণ রক্তক্ষয়, হত্যা মহামার;
লুণ্ঠনে পীড়নে হয় দেশ ছারখার।
মেয়েদের ধরে নিয়ে করে টানাটানি;
কি যে লাভ হয় ভাই করে হানাহানি?
হিংসা দ্বেষ রক্তপাত অনুচিত কাজ
বলে গেছেন আমাদের বুদ্ধ মহারাজ।

৩য় নাগরিক— তোমাদের লাগি গেল দেশ, গেল মান;
কাপুরুষ হোল যত ভারত সন্তান।
অহিংসা অহিংসা এই প্রচারি ধরম;
পুরুষেরে করিয়াছ নারীর অধম।

বৌদ্ধ নাগবিক—তাই বলে কথায় কথায়
রক্তপাত মুণ্ডপাত করিবে পরের,

নহে সেটা মানুষের ধর্ম্ম।
হিংস্র শ্বাপদ বৃত্তি
রাখে লুকাইয়া সব ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম,
বৌদ্ধ শিক্ষা দীক্ষা যদি না হোত প্রচার
নরেই নরের মাংস করিত আহার।

৩য় নাগরিক— কোর না ব্যাখ্যান আর ধর্ম্মের বারতা!
ওহে মুক্ত কচ্ছ!
তোমাদের ধর্ম্ম কিবা জলবৎ স্বচ্ছ।
গুর্জ্জরের মহারাজ দাহির ব্রাহ্মণ,
কাশেমের সনে যুদ্ধ করি প্রাণপণ,
স্বদেশের স্বধর্ম্মের রাখিতে সম্মান
অবহেলি হাসি মুখে দিল নিজ প্রাণ।
তোমরা অধম বৌদ্ধ, আত্মরক্ষা তরে,
পত্নীরে সঁপিলে তার বিধর্ম্মীর করে।
মহান দেবতা রাজা,
রাণী তার প্রজাদের মাতা।
যবনের করে যবে তুলে দিলে তারে
ধর্ম্ম ছিল কোথা?
ভিক্ষুণী রূপসী,
গোপনে ভৈরবী চক্রে তারে লয়ে বসি,
রাজা, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠীদের যুবা ছেলে ধরি
কাঁচা মাথা খাও সবে কি ধর্ম্ম আচরি?

বৌদ্ধ নাগরিক—এসব ত শিখিয়াছি তোমাদের কাছে।
এ সাধনা হিন্দুদেরই তন্ত্র শাস্ত্রে আছে।
ছাড় কথা, কেন বৃথা বাড়াও কোন্দল;
জানা আছে তোমাদের পূজার সম্বল।
দেবালয়ে দেবদাসী করে নাচ গান;
গান শুনি ধারা বহে বেয়ে দুনয়ান।
গান শেষে মন্দিরের আনাচে কানাচে
চেয়ে দেখ, ভক্তবুকে দেবদাসী নাচে।
পৌরুষ জানি হে সব, বাড়ায়ো না কথা;
যবন ভাঙ্গিল যবে হিন্দুর দেবতা;
পূজারী ফেলিয়া গেল পূজার ঠাকুর;
আজি তারে লাথি মারে পথের কুকুর।
কোথায় দেবতা ভক্তি কোথা বীরপণা;
বিষ নাই সাপ, তার কুলোপানা ফণা!

[উভয়ে উত্তেজিত হইয়া হাতাহাতির উপক্রম করিল। প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতিহারী— সাবধান! সাবধান!
আসিছেন দিল্লীনাথ, হও সাবধান।
ওই শোন মাগধের কণ্ঠে স্তবগান।

[পাত্র মিত্রগণ আসিয়া মর্য্যাদার অনুরূপ আসন গ্রহণ করিলেন। মাগধ গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। গান শেষে সপারিষদ পৃথ্বীরাজ আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সকলে সসম্মানে উঠিয়া সম্মান দেখাইল।]

মাগধের গীত।

জয় জয় জয় রাজাধিরাজ,
দিল্লী ভূপতি পৃথ্বীরাজ।
জন-বন্দিত মহিমান্বিত,
যশোগীতি গাহে সুর সমাজ।
ধন্যা ধরণী চরণ পরশে,
শিরে হিমাদ্রী আশিষ বরষে ;
কে তব তুল্য সাগরাম্বরা পুণ্য ভারতবর্ষ মাঝ ?
শৌর্যে মহান ; অরাতি শাসনে,
সমরে ভীষণ, অশনি দৃপ্ত
বৈরী-শোণিত তর্পণে তব
পূর্ব্বজগণে করেছ তৃপ্ত।
কঠোর কোমলে, ভীষণ মধুরে,
ধনু তরবার বর্ম্ম তূণীরে,
সমর ক্ষেত্রে কর বিরাজ ;

[মাগধ চলিয়া গেলে প্রহরীর সহিত হামজবী ও মৈনুদ্দীন সভায় প্রবেশ করিল।]

পৃথ্বীরাজ— শোন সভাজন,
সৈন্যাধ্যক্ষ, সান্ধি-বিগ্রাহিক আদি
যত বন্ধুগণ ;
মহম্মদ ঘোরী দূত করেছে প্রেরণ।
শোন সবে বক্তব্য তাহার।

হামজবী— (কুর্নিশ করিয়া) প্রতাপে তপন গজনীর অধিপতি ;
তাঁহার প্রধান সেনাপতি
আমাদের প্রভু মহম্মদ ঘোরী,
সিন্ধু সনে পঞ্চনদ করিয়া বিজয়,
জম্মুরাজে বিতরি অভয়,
দৌত্য কার্য্যে মোদের সম্প্রতি
দিল্লীরাজ্যে করিলা প্রেরণ।
খোদার গোলাম,
এ দীনের হামজবী নাম ;
সাথী মোর মৈনুদ্দীন, মৌলভী প্রধান।
অনুমতি হলে করিব জ্ঞাপন
আমাদের কিবা প্রয়োজন।

পৃথ্বীরাজ— কি তব প্রভুর প্রয়োজন
অসঙ্কোচে কর নিবেদন।
অবধ্য অদণ্ডনীয় দূত,
এ নীতি ক্ষত্রিয় কভু করে না লঙ্ঘন।

হামজবী— মহান ধার্ম্মিক ঘোরী,
পররাজ্যে লোভ-লেশহীন ;
বিগ্রহে আগ্রহ নাই,
সকলের সখ্যের প্রত্যাশী অনুদিন।
শুনেছেন বর্ত্তমানে এই হিন্দুস্থানে
দিল্লীর হয়েছে শত্রু ঈর্ষার কারণে।

ছোট বড় বহু রাজা ষড়যন্ত্রে মাতি,
সুযোগ খুঁজিছে তারা ধ্বংস করিবারে
দিল্লীর ঐশ্বর্য্য বীর্য্য। তাইতো সম্প্রতি
আমাদের পাঠালেন মহম্মদ ঘোরী ;
কাম্য অহরহ
পরম মিত্রতা তার দিল্লীপতি সহ।

পৃথ্বীরাজ — শোন বার্ত্তাবহ ;
গজনীর সখ্যের প্রস্তাবে
আনন্দিত আমি।
আমার যে আছে শত্রু
তাহা আমি জানি।
জানি তাহাদের বলাবল ;
দিল্লীর সামর্থ্য আছে,
নাশিবারে সেই শত্রুদল।
সে দুর্ভাগ্য আসে যদি স্বজন বিরোধে,
তথাপি না চাহি সৌখ্য তৃতীয় পক্ষের
কোন অনুরোধে।

হামজবী— প্রত্যাখ্যান করিছেন মিত্রতা প্রস্তাব ?

পৃথ্বীরাজ— সদ্ভাবে থাকিতে চাহি আমি,
শত্রুতা নাহি চাহি অকারণ।
না করেন যদি আক্রমণ
ঘোরী দিল্লী রাজ্যসীমা,

মোর সৈন্যগণ
ঘোরীর রাজ্যের মাঝে
কভু না করিবে পদার্পণ।

হামজবী— অন্যে যদি দিল্লী সীমা করে অতিক্রম,
কি করিবে তুরুখ তখন
মিত্র রাজ্য রক্ষা তরে ?
আসিবে না সাহায্য করিতে অকাতরে
অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য লয়ে আপন বিক্রম।

পৃথ্বীরাজ— দিয়াছি উত্তর ;
কোন আস্থা নাহি মোর ভিক্ষার উপর।
ঘৃণ্যতর পরনির্ভরতা—
অস্পৃশ্য আমার পক্ষে। কহ অন্য কথা।

হামজবী— আর যদি কোন হিন্দু রাজ
ইসলামের রাজ্যের সীমা করে আক্রমণ ;
সাহায্য কি করিবেন দিল্লীর ঈশ্বর
বিপন্ন ইসলাম পক্ষ করিয়া গ্রহণ ?

পৃথ্বীরাজ— বিধর্ম্মীর পক্ষ লয়ে স্বদেশবাসীরে
করেছি আহত হত, এ কলঙ্ক শিরে
পারিব না করিতে বহন।
আমার জীবন,
স্বজাতীর রক্ষা তরে করেছি অর্পণ।

হামজবী— বুঝিলাম মনোভাব।
আপদে বিপদে হস্ত করি প্রসারিত,
ইসলামের সহ সখ্য নহে অভিপ্রেত
আপনার। কহি আর বার ;
দ্বিতীয় প্রস্তাব এক, বিকল্প ইহার।
জানেন তো মহারাজ,
রাজ্য ধন দারা পরিবার
সকলি অনিত্য ; সত্য ধর্ম্ম ধরা মাঝ।
প্রেরিত পুরুষ হজরত আদেশিলা তাই
প্রচারিতে সত্য ধর্ম্ম। যেথা মোরা যাই
সে আদেশ পালি প্রাণপণে,
পালি তরবারি মুখে, বাহু বলে,
কাফেরের উদ্ধার কারণে।

মৈনুদ্দীন— তাতার তুরস্ক স্পেন আরব ইরাণে,
মিশর খোরাসান
সুদূর চীনে
ইসলামের বিজয় নিশান
সর্ব্বত্র উড়িছে গর্ব্ব ভরে।
স্বেচ্ছায় অথবা ভয়ে নতজানু হয়ে
কৃতার্থ হয়েছে তারা ইসলাম আশ্রয়ে।
আজো হিন্দুস্থান
সেই সত্য আলোকের পায়নি সন্ধান।

অনুরোধ করেছেন ঘোরী সে কারণ,
অধর্ম্ম পুতুল পূজা করি পরিহার,
দিল্লীশ্বর লয়ে প্রজাগণ
করেন অচিরে যেন ইসলামের শরণ গ্রহণ।
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ভুলি,
অতঃপর আমরা করিব কোলাকুলি।

(সভাস্থ সকলে সচকিত হইল)

পৃথ্বীরাজ — অগ্রসর হইও না সীমার বাহিরে ;
অধিকার আছে যা দূতের
থাক সেই গণ্ডীর মাঝারে।
দাঁড়াইয়া হিন্দুর সম্মুখে
নিন্দা তার করো না ধর্ম্মের।
ধর্ম্মের প্রতীক এই রাজসিংহাসন ;
হিন্দু ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
ন্যায় দণ্ড করিয়া গ্রহণ
বিনিদ্র নয়ন, সতর্ক প্রহরী আমি তার।
ধন্যরে সাহস তব দূত, বার বার
দাঁড়াইয়া সেই সিংহাসনের অদূরে
হিন্দুর ধর্ম্মের নিন্দা কর স্পর্দ্ধাভরে।

হামজবী— (দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে গেল)
মহারাজ—

পৃথ্বীরাজ— সাধ্য নাহি তোমাদের
এ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবার।
হিন্দুর কাছে অভেদ ধর্ম্ম ও জীবন,
ধর্ম্ম যদি যায়, কি লয়ে বাঁচিবে হিন্দুগণ!
জানাস প্রভুরে তোর স্পর্দ্ধিত যবন,
ধার্ম্মিক যে জন
অপরের ধর্ম্মের সে না করে নিন্দন।

মৈনুদ্দীন— অসত্য ভাষণ,
নিন্দা তাহে করে সাধু জন।
সত্য কথা কহিতে কি ভয়?
সত্য কভু নিন্দিত না হয়।
কহিলাম পুনরায়, বিনা ইসলাম
সত্য ধর্ম্ম নাহি আর অবনী ভিতর।
আল্লা হো আকবর।

[ধ্বনি শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমকাইয়া উঠিল।
অনেকে কাণে আঙ্গুল দিল। কবি চন্দ বরদাই উঠিলেন।]

কবি চন্দ— মহারাজ! চাহি অনুমতি,
বলিবার আছে কিছু মোর
এই দূত প্রতি।

[পৃথ্বীরাজ ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন]

কহ দূত তুমি নাম উচ্চারিলে কার?

মৈনুদ্দীন— এক অদ্বিতীয় সেই মহান খোদার।

কবি চন্দ— কোথা অধিষ্ঠান বল্ল তার ?

মৈনুদ্দীন— বেহেস্তের পার।

কবি চন্দ— মর্ত্তে তিনি নাহি বর্ত্তমান ?

মৈনুদ্দীন— স্বর্গ মর্ত্ত সর্ব্বস্থানে তিনি বিদ্যমান।

কবি চন্দ— সর্ব্বব্যাপী যদি তিনি ;
জলে স্থলে মহীরুহে স্থাবর জঙ্গমে
ব্রহ্মের প্রকাশ দেখি
হিন্দু যদি পূজা করে তার,
কহ দেখি কি দোষ তাহার ?

মৈনুদ্দীন— হাসাইলে মোরে।
গড়ি মূর্ত্তি মৃত্তিকা পাষাণে
আল্লা জ্ঞানে পূজ জড়ে ;
সাকার করিয়া নিরাকারে।

কবি চন্দ— নিরাকার সনাতন ব্রহ্ম নিরঞ্জন
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অরূপ চিন্ময়।
চিন্তিবারে নারে তারে সাধারণ মন।
করিতে রূপের মাঝে অরূপ চিন্তন,
তাই হিন্দু পূজে তারে পাষাণ মৃন্ময়
কিম্বা দারুময় মূর্ত্তি করিয়া গঠন।

মৈনুদ্দীন— এক বলি জান যদি তারে ;
কেন পূজ নরনারী বিভিন্ন আকারে ?

কেহ তারে পিতা বল, কেহ বল পতি,
ন্যাংটা ও লম্পটে পূজি ভুগিছ দুর্গতি।

কবি চন্দ— শোন্ মূঢ়মতি !
সাধকের হিত হেতু রূপভেদ তাঁর।
কভু মাতা, কভু পিতা, পতি তিনি কভু,
পুত্র তিনি, সখা তিনি, জগতের প্রভু,
সর্ব্বব্যাপী যিনি সনাতন,
তাহারে কি পরাবে বসন ?
আত্মারাম পরমাত্মা যিনি
কোন মূর্খ, লম্পট কহিবে তারে শুনি ?
দুগ্ধে নবনীত প্রায়,
সর্ব্বভূতে স্থিতি তাঁর;
যোগী তাঁরে দেখে একরূপে
অন্যরূপে দেখে জ্ঞানবান ;
ভক্তের নয়ন
মনোহর মূর্ত্তি তার করে দরশন।
কেহ বাষ্প, কেহ দেখে জল,
কেহ দেখে হিমখণ্ড তুষার ধবল ;
যাহার যেমন অধিকার—
উন্মুক্ত সবার পক্ষে উদার এ ধর্ম্মের দুয়ার।
মৌলভী প্রধান !
সর্ব্বব্যাপী বল যারে,
দাঁড়ায়ে পশ্চিম মুখে কেন পূজ তারে ?

পূর্ব্বদিকে নাই কি ঈশ্বর ?
কেন যাও মক্কা সবে ? কাবার প্রস্তর
কেন সবে স্পর্শ কর ? কেন কর পান
আপনারে ভাবি ভাগ্যবান
পুতিগন্ধময় সেই 'জমজমের' জল ?
কি আছে তাহাতে ? খেয়ে পাও কিবা ফল ?

হামজবী— কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন,
প্রয়োজন নাহি কিছু ব্যর্থ বিতণ্ডায়।
আদেশ প্রভুর মোর, শোন পৃথ্বীরায়,
স্থলতান প্রেরিত এই পবিত্র কোরাণ,
সাথে তার রাখিলাম এই তরবার।

(নিজ তরবারি ও মৈনুদ্দীনের হাত হইতে
কোরাণ লইয়া পৃথ্বীরাজের সম্মুখে ধরিল)

এই সুপবিত্র শাস্ত্র করিলে গ্রহণ
তৃপ্ত হবে প্রাণ ;
মৌলানা এ মৈনুদ্দীন শিখাবে আচার।
লইলে কৃপাণ,
অসংখ্য পদাতিসহ লক্ষ অশ্বারোহী
ইসলামের রাখিতে সম্মান

পৃথ্বীরাজ— (সক্রোধে) গোবিন্দ............

গোবিন্দ— স্তব্ধ হও বিধর্ম্মী যবন।
হোলো বহুক্ষণ
সহ্য করিতেছি ধৃষ্ট অক্ষমের
বৃথা আস্ফালন।
বলিস্ ঘোরীরে তোর, লইনু কৃপাণ। (তরবারি গ্রহণ)
গত যুদ্ধে নতজানু,
ভিক্ষা করি লয়েছিল প্রাণ;
দিল বুঝি তার প্রতিদান,
সেই তুরস্ক বেইমান ?
অবধ্য বলিয়া তোরে করিলাম ক্ষমা।
সভা হতে যারে দূর হয়ে।
আসে যেন ঘোরী তোর, সর্ব্বশক্তি লয়ে।
প্রতীক্ষা করিব মোরা সাগ্রহ অন্তরে
সরস্বতী তীরে—
তরায়ন রণক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গজনীর দরবার]

[মহম্মদ ঘোরী অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন। কুতব ও বক্তিয়ার অপরাধীর মত একদিকে দণ্ডায়মান; অপরদিকে মৈমুদ্দীন মালা জপ করিতেছেন]

মহম্মদ ঘোরী—ছি ছি ! মৃত্যু কেন হোল না আমার
তরায়ন রণভূমে ! কাফেরের কাছে,
রে খিলজি ! কেন ভিক্ষা মাগি
নিলি মোর তুচ্ছ এই প্রাণ ?
কে জানিত এ অদৃষ্টে আছে,
হেন নিদারুণ অপমান !
কুতব ! ছি ছি ক্লীব তুই, ন'স মুসলমান।
মৃত এই দেহখানা ফেলিয়া পশ্চাতে,
সৈনাপত্য লয়ে নিজ হাতে,
রুখিয়া দাঁড়ায়ে ওরে নিমকহারাম
শেষ রক্ত বিন্দু কেন করিলি না দান ?
মরণে এতই যদি ভয়,
ইসলামের বিজয় পতাকা

ফেলি মরুভূমি মাঝে,
হিন্দুর চরণে কেন না নিলি আশ্রয় !
ওরে ভীরু, জেনানার মত
বোরখায় ঢাকি মুখখান
হারেমেতে যারে বেইমান্‌।

[অস্থির পদচারণা]

কুতব— সুলতান ! আফগান সেনা
যুঝেছিল প্রাণপণে।
কাফেরের হস্তীযূথ তীব্র আক্রমণে
হঠাইয়া দিল সবে ; বাধা মানিল না।

বক্তিয়ার— গোবিন্দের প্রতি জাঁহাপনা
নিক্ষেপ করিলা যেই শূল,
ভেবেছিনু বক্ষে তার বিঁধিবে আমূল।
কিন্তু কাফেরের কি কিসমৎ,
তাজ্জব ব্যাপার !
সে শূলে ভাঙ্গিল দন্ত তার।
হেরি বক্ষে বিগলিত রক্তধার
সবে দীন দীন রবে
বৃথাই মুসলিম সৈন্য মাতিল উল্লাসে।
সহসা হেরিনু ত্রাসে
গোবিন্দ হানিল বেগে ভল্ল তীক্ষ্ণধার—

কি অব্যর্থ নিশান তাহার !
বর্ম্ম ভেদি সে ভল্ল করিল বিদ্ধ বক্ষ আপনার।

কুতব— মূর্চ্ছিত রুধিরাপ্লুত প্রভুরে লইয়া
ছুটিল শিক্ষিত অশ্ব। গোবিন্দ ধাইয়া
বেগে, আগুলিল পথ।
চিতোরের রাণা,
সহ পৃথ্বীরাজ, লয়ে সুশিক্ষিত সেনা
ঘেরিল চৌদিকে।
দেখিনু চকিতে,
অশ্ব পৃষ্ঠ হতে
মূর্চ্ছাতুর দেহ আপনার
লুটাল ভূতলে। রুস্তম সমান
গোবিন্দ, লুফিয়া দেহখান,
পৃথ্বীরাজ পদপ্রান্তে করিল প্রদান।
দোজখের কীট শয়তান !

ঘোরী— শুনেছি সকল।
পলাইয়া গেলে যত ভীরু ফেরু দল।
খিলিজী সত্বরে গিয়া পৃথ্বীরাজ পাশে
নতজানু করজোড়ে করিল প্রার্থনা
অচেতন দেহ মোর। অসহ্য যন্ত্রণা !
মোর প্রাণ কাফেরের করুণার দান !

এই অপমান,
অচিরে সমান অংশে করিয়া বণ্টন
লবে সর্ব্বজন।

কুতব— কাফেরের সনে রণে হয়ে পরাজিত,
যে জ্বালায় জাঁহাপনা জ্বলিছে অন্তর,
কোন শাস্তি তার কাছে নহে তীব্রতর।
যে শাস্তি দিবেন প্রভু লব শির পাতি,
শুধু চাহি অনুমতি,
পূর্ব্বে তার আর একবার
দেখিব সে পৃথ্বীরাজ কেমন দুর্ব্বার।

ঘোরী— কোন্ ভরসায়
আবার ভেটিব রণে রায় পিথোরায় ?
প্রথম উদ্যম মোর—
দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ হইল বিগত—
পাঞ্জাব করিনু যবে জয় ;
ভয়ে ভীত জম্মুরাজে দিলাম আশ্রয়—
লইয়া তুরুখে
হইলাম অগ্রসর দিল্লী অভিমুখে ;
রোধিল সে গতি মোর বিপুল বিক্রমে
পরাক্রান্ত এই পৃথ্বীরাজ।
হয়ে পরাজিত,
ফিরিনু স্বদেশে, মুখ কালিমা মণ্ডিত।

তারপর দীর্ঘদিন প্রস্তুতির পর
গিয়াছিনু ধর্ম্মযুদ্ধে হয়ে অগ্রসর
কাফেরে করিতে জয়। তার পরিণাম,
এ জীবন কাফেরের করুণার দান।

(হামজবীর প্রবেশ)

হামজবী— জাঁহাপনা ! চর মুখে পাইনু সংবাদ,
ত্রয়োদশ মাস ধরি অবরোধ করি,
'তুলাকের' সাহসী কাজীরে বিনাশিয়া
পাঞ্জাবে 'তবরহিন্দ্' লয়েছে কাড়িয়া
হীনমতি পৃথ্বীরাজ।

(ঘোরীর ইঙ্গিতে প্রস্থান)

ঘোরী— কুতব ! এখনো সাহস কর তুমি
এবার করিবে জয়
পৃথ্বীরাজ অধিকৃত ভূমি ?

মৈনুদ্দীন— ঘোরী ! বুঝি ইতিহাস গিয়াছ ভুলিয়া ?
তুমি যে খোদার বান্দা ভুলিলে কি মতে ?
কাহার কৃপায় বল আইলে ফিরিয়া
শত্রুর কবলগ্রস্ত মৃত্যুপথ হতে ?
ইসলাম নিশানবাহী সামান্য সৈনিক,
জীবনের ব্রত তব ইসলাম প্রচার।
হয় কি স্মরণ,

স্থলতান মহ্মুদের পথ বিস্মরণ ?
মরুমাঝে কাফেরের চর অতি খল
বিপথে লইল তারে পথ ভুলাইয়া।
তৃষ্ণায় কাতর সৈন্য, জল কোথা জল ?
ধু ধু করে বালুরাশি নয়ন ধাঁধিয়া।
বিপদে পড়িয়া
স্থলতান মহমুদ যবে গভীর আর্ত্তিতে
লইল আল্লার নাম ; আল্লা কৃপা করি
রচি জলাধার—শুষ্ক মরুর মাঝারে,
সৈন্যসহ বাঁচাল তাহারে।

ঘোরী— কিন্তু হজরৎ !
কোথা অশ্ব, কোথা সৈন্য, কোথা অর্থবল ?
কাফেরের রণহস্তী দুর্দ্দম সমরে,
চলন্ত পর্ব্বত। যবে চলে মদভরে
রণভূমে, সৈন্য হত করি শুণ্ডাঘাতে,
কেহ কোনমতে
ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল সৈন্যদল মাঝে
হাহাকার মহামার নারে নিবারিতে।
(কুতবের প্রতি)
তবু কহি, গত রণে মরণ বরণ,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন হতে ছিল শ্রেষ্ঠতর।
রণক্ষেত্র হতে সেনাদের পলায়ন
করেনি মোদের শুধু কবর খনন ;

ভগ্ন মনোবল যত কাফেরের দলে
করিয়াছে উজ্জীবিত দ্বিগুণিত বলে।

কুতব— বৎসরেক কাল যদি পাই অবসর,
সুকৌশলে সেনাদল করিয়া গঠন
পারি মোরা প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ।

ঘোরী— কেমনে সম্ভব তাহা ?

কুতব— হিন্দুর সমর রীতি লয়েছি বুঝিয়া ;
কেমন সে অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছি সন্ধান ;
চিনেছি সমরক্ষেত্র ! তাই মনে হয়
এবার ভারত যুদ্ধে লভিব বিজয়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী— কণৌজের রাজদূত দর্শনের আশে
উপস্থিত জাঁহাপনা তব দ্বারদেশে।

ঘোরী— লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান)

কণৌজের রাজদূত ! হেথা আসিয়াছে !
মহারাজ জয়চন্দ্র দূত পাঠায়েছে ?

(দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন)

দূত— মহারাজ জয়চন্দ্র কণৌজের পতি,
যথাযোগ্য আপনারে জানায়ে সম্মান,

যে বার্ত্তা জানাতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান
করিতেছি নিবেদন, জানাইয়া নতি।
কন্যা স্নেহাতুরা মহিষীর
অনুরোধে হইয়া অধীর
নিরপেক্ষতার নীতি করিয়া গ্রহণ,
গত যুদ্ধে কণৌজ রাজন
পারেন নি করিবারে সাহায্য প্রেরণ।
এবে বুঝি নিজ ভ্রম, করিয়া স্বীকার—
ত্রুটী আপনার,
পাঠালেন আমন্ত্রণ,
অবিলম্বে করিবারে দিল্লী আক্রমণ।

ঘোরী— আনিয়াছ সুসংবাদ দূত, পাবে পুরস্কার।
এতদিনে শুভবুদ্ধি হয়েছে রাজার,
বলিতে কি পার দূত, তনয়ার প্রতি
এবার সে স্নেহ কিসে হল বরবাদ,
অকস্মাৎ দিল্লী সনে কি হেতু বিবাদ?

দূত— বহু রণে পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করি,
উত্তর ভারতে নিজ প্রভাব বিস্তারি,
শত-রণজয়ী বলি লভিয়া আখ্যান
হয়েছেন জনপ্রিয় রাজন্য প্রধান।
যদিও মোদের কোন অনিষ্ট সাধন
করেন নি দিল্লীপতি, তথাপি কি জানি,

রাঠোরের মনে জাগে সদাই সংশয়
অঘটন না জানি কখন কিবা হয়।
বুদ্ধিমান প্রভু মোর তাই
পূর্ব্ব হতে সে বাধা রোধিতে
পাঠাইয়া দিলা মোরে আপনার সাহায্য চাহিতে।

ঘোরী— পুনরায় হবে না ত মতের বদল ?
কন্যা স্নেহ, মহিষীর করুণ ক্রন্দন,
ঘটাবে না চিত্ত চঞ্চলতা ?

দূত— জাঁহাপনা, মহারাণী পরলোকগতা।

ঘোরী— ও ! আল্লা মেহেরবান আজি হয় মনে।
পূর্বে যদি জয়চন্দ্র মিলি মোর সনে
হইতেন অগ্রসর সসৈন্যে সমরে;
আজি পৃথ্বী পদসেবা করিত তাহার।

দূত— এখনও সময় আছে ; মনে হয় মোর
এই উপযুক্ত কাল দিল্লী আক্রমণে।
গত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ হয়েছে দুর্ব্বল,
রণক্ষেত্রে বহু সৈন্য হয়েছে নিহত ;
রাজকোষে অর্থ নাই ; ভাণ্ডারে রাজার
খাদ্য নাই, অস্ত্র নাই ; শ্রান্ত ক্লান্ত সবে।
এমন সুযোগ কভু মিলিবে কি আর
দিল্লীজয় অভিযানে, করুন বিচার।

বখতিয়ার — কহ দূত, কি সাহায্য করিবেন তিনি ?

দূত— নাহি গজ, গজনীরাজের বাহিনীতে !
স্বশিক্ষিত গজারোহী সৈন্য কেহ নাই ;
সে অভাব প্রভু মোর চান পুরাইতে
আপনার প্রীতি হেতু। আর যাহা চাই,
অশ্বারোহী, পদাতিক, বহুবিধ যান,
অস্ত্র শস্ত্র, খাদ্য অর্থ করিবেন দান।

ঘোরী — বিনিময়ে কিবা তিনি চান প্রতিদান ?

দূত— পৃথ্বীরাজে ; জীবন্ত কি মৃত দেহ তার।

ঘোরী— মৃতদেহ !
কিবা কাজ মৃতদেহে রায় পিথোরার ?

দূত— পৃথ্বীরাজ শবদেহ করি আলিঙ্গন,
স্বামীসহ সহমৃতা কন্যা সংযুক্তার
অবারিত হলে স্বর্গ গমনের দ্বার,
হইবেন আনন্দিত কণৌজ রাজন।

ঘোরী— এ প্রস্তাব অতি চমৎকার !
রহিনু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, করিনু স্বীকার।

দূত— আর এক আছে নিবেদন।
আছে হেন বহু রাজা ভারত ভিতর
পৃথ্বীরাজ পরাজয় বাঞ্ছা সদা করে।

বার্ত্তা যদি রহে সংগোপন
তারাও সাহায্য বহু করিবে প্রেরণ।

ঘোরী— কি প্রত্যাশা তাহাদের আমার নিকটে ?

দূত — স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর অধীনতা
বড় তিক্ত ; কিছু তাহে নাহিক মিষ্টতা।
তাই অনেকেই চিন্তা করে মনে মনে,
বিদেশীর অধীনতা শ্রেয় শতগুণে।
বিশেষ বিধর্ম্মী যদি হয় রাজ্যেশ্বর ;
তাহার পাদুকা রাখি মস্তক উপর
পাদুকা বিহীন পদ করিতে লেহন
আজি জাঁহাপনা !
ভারতের বহু হিন্দু করিছে কামনা।

ঘোরী — তৃপ্ত আমি বচনে তোমার।
স্বভাবত রাজভক্ত হিন্দুস্থানবাসী ;
কহিও তাদের দূত সবে মিলি আসি
ইসলাম পতাকা তলে হলে সমবেত
অবিলম্বে পৃথ্বীরাজে করিব নিহত।
রাজ চক্রবর্ত্তী হবে সেই শুভদিনে
গজনী............

(ঘোরীর 'গজনীপতি' কথা শেষ করিতে
না দিয়া কুতব তাড়াতাড়ি কহিল)

কুতব— গজপতি জয়চন্দ্র।

ঘোরী— হ্যাঁ, হ্যাঁ রাজা হবে গজপতি জয়চন্দ্র।
প্রহরী লয়ে যাও দূতবরে বিশ্রাম আগারে।
কর তুষ্ট যথাযোগ্য অতিথি সৎকারে।

[প্রহরীসহ দূতের প্রস্থান]

মৈনুদ্দীন— মহম্মদ ! অনুগ্রহ দেখিলে খোদার ?
অন্ধকারে দেখিলে ত আলোক আশার।
তব পরাজয় মাঝে ছিল লুক্কায়িত
ভাবী বিজয়ের বীজ অলক্ষ্যে সবার।
পৃথ্বীরাজ যদি গত রণে
না হোতো বিজয়ী, তবে হিন্দুরাজগণে
হইত না ঈর্ষান্বিত ; দেশদ্রোহী হয়ে
লইয়া আশ্রয় বিধর্ম্মীর
হইত না শত্রু স্বজাতির।

কুতব— অথচ আশ্চর্য্য, এই সুপ্রাচীন জাতি,
নহে কাপুরুষ, নহে অসভ্য বর্ব্বর,
সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সভ্য শক্তিধর।

বখতিয়ার – ভারতে জনম, তাই হৃদয় মাঝারে
আজিও ভারত প্রীতি করিছ পোষণ !
নাহি দিয়া অন্ন মুষ্টি, না দিয়া আশ্রয়,

অস্পৃশ্য বলিয়া যারা করিল বর্জ্জন,
আজো ভালবাস সেই কাফেরের দলে !

কুতব— ভুলিনি আমার অপমান,
হিন্দুর সমাজ বিধি শাস্ত্রের পীড়ন
নিরন্তর দগ্ধ করে প্রাণ।
পেয়েছি ইস্‌লাম কৃপায় নূতন জীবন।
শোন বখতিয়ার
কাফেরের করিতে উদ্ধার
চলেছি ইসলাম ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
কহিতেছি স্মরিয়া খোদায়
কোন দুর্ব্বলতা নাহি তায়
মিথ্যা তিরস্কার তব কর প্রত্যাহার।

ঘোরী— বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন।
হিন্দুস্থানে যখনই হয়েছি অগ্রসর,
পৃথ্বী রোধিয়াছে গতি যুদ্ধে ঘোরতর।
গৃহশত্রু জয়চন্দ্র ঈর্ষায় এবার
দেয় যদি গজ সৈন্য তার,
ভারতের দুর্ভেদ্য তোরণ
পৃথ্বীরাজ হবে ধ্বংস বিশ্বাস আমার।
কুতব, বিলম্ব না সহে আর,
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হও। দেহ পাঠাইয়া

দিকে দিকে দূতগণে। আরবে, মিশরে,
যাক তারা বাহ্লিক ও তুরস্ক তাতারে ;
দামাস্কাস, ইস্পাহানে, যাক খোরাসানে
আন শিল্পীগণে দূরতর রোম হতে,
সবে মিলি করুক নির্ম্মান—
আগ্নেয়াস্ত্র, লৌহবর্ম্ম নব শিরস্ত্রান
এই মোর শেষ যুদ্ধ, জেহাদ ঘোষণা ;
ইসলাম বিপন্ন যেন জানে সর্ব্বজনা।
প্রতি জন যেন স্পর্শ করিয়া কোরাণ
করে এ শপথ, যুদ্ধে দিবে নিজ প্রাণ।
জয় কিংবা মৃত্যু বিনা পথ নাহি আর ;
এ দৃঢ় বিশ্বাস যেন জন্মে সবাকার
দোহাই আল্লার।

সকলের— আল্লা হো আকবর

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালিকা মন্দিরের সংলগ্ন চত্বর

(সম্মুখস্থ মন্দিরের কালিকা মূর্ত্তীর সামনে বসিয়া সংযুক্তা পূজা করিতেছেন)

সংযুক্তার গান

কর দয়া শুভঙ্করী, কিঙ্করী এ তনয়ারে।
বিপদবারিণী শ্যামা, ডাকি মাগো বারে বারে।
তোমারে স্মরণ করি নিজ জন পরিহরি
বরণ করেছি যারে করুণা কর মা তারে।
তব পাদ-পীঠ আমি জানি এ ভারত ভূমি।
দেশ মাতৃকারে মাতা আজি রক্ষা কর তুমি।
বিধর্ম্মী ধরম নাশে সতী নারী মরে ত্রাসে
দাঁড়াব কাহার পাশে এ বিপদে তরিবারে?

সংযুক্তা— প্রসীদ করুণাময়ী শুভঙ্করী মাতা;
অশুভ কর মা দূর। কারো মুখ পানে
চাহি নাই, ছিন্ন করি মমত্ব বন্ধন,
আশৈশব পরিচিত ত্যাজি নিজ জন,
দিয়া দুঃখ পিতা মাতা সকলের মনে
শুদ্ধ মাত্র স্মরি তব অভয় চরণ
এসেছি হেথায় মাগো, করেছি বরণ

ইন্দ্রপ্রস্থ অধীশ্বরে। প্রার্থনা আমার
এ ভারত জননীর আশা আকাঙ্খার
প্রাণবন্ত বিগ্রহ যে জন
রক্ষা কর তারে।
রাজ-জ্যোতিষীর বাণী—
মিথ্যা যেন হয় হররাণী।
শুনেছি শোণিতে মাতা পরিতুষ্টা তুমি,
তাই ত মা পশুরক্ত পরিবর্ত্তে আমি
আসিয়াছি বক্ষ রক্ত করিতে অর্পণ
কর মা গ্রহণ।

(ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষে রাখিল—
পৃথ্বীরাজের ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ— সংযুক্তা, সংযুক্তা ?

সংযুক্তা— এ কি বাধা ! পুরিবে না আশা কি মা মোর !
হবে না হৃদয় রক্তে পরিতৃপ্তি তোর ?
অমঙ্গল হবে নাহি দূর !

পৃথ্বীরাজ— (নিকটে আসিয়া) সংযুক্তা

সংযুক্তা— (আসন ত্যাগ করিয়া) কি সংবাদ মহারাজ,
ত্যজি রাজ কাজ,
এ মন্দিরে কেন এলে আজ ?

পৃথ্বীরাজ— তোমারে লভিয়া ধন্য হোল এ জীবন।
ধন্য হোল দিল্লী সিংহাসন ;
এ কথা ভুলিতে নাহি পারি ক্ষণতরে।
ত্যজি পরিচিত সুখ নীড়,
ভালবাসি মোরে
করি ত্যাগ স্বজন বান্ধব সবাকারে
আপনারে বিনা মূল্যে দিলে বিকাইয়া,
কিন্তু আমি প্রতিদানে কি দিনু তোমারে ?

সংযুক্তা— কেন প্রিয়তম,
কি অভাব এ দাসীর আছে কহ স্বামি ?
সকলি ত আশাতীত পাইয়াছি আমি।
ও বিশাল হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেম তব
প্রতি পলে করি অনুভব নিত্য নব।
এ ক্ষুদ্র আধার
ধরিতে পারে না আর ধারা বৃষ্টি তার।
প্রথম কৈশোরে
ক্ষুদ্র মোর হৃদয় তটিণী
গিয়াছে মিশিয়া চিরতরে
তোমার হৃদয় পারাবারে।
কোন দিন চাহি নাই কোন বিনিময়,
চাহিবার তাই, আজো কিছু নাই।

শুধু এক সাধ আছে, তোমারে রাখিয়া
চলে যেতে পারি যেন হাসিয়া হাসিয়া।

(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল)

পৃথ্বীরাজ— দেখিতেছি শিখিয়াছ কথা বহুতর।
কিন্তু কেন মেঘাবৃত পূর্ণ শশধর ?
আঁখি তূণে কেন নাহি শর ?
কেন স্থির হয়ে আছে নয়ন চঞ্চল
মুকুতা শিশির বিন্দু করে টলমল
হয়তো ঝরিবে ঝরঝর।
কি কথা বলিতে চাহে স্ফুরিত অধর ?

সংযুক্তা— কহিলেন জ্যোতির্বিদ করিয়া বিচার,
শনি গ্রহ বাম তব প্রতি।
জিজ্ঞাসিতে এই অশুভের প্রতিকার
তিনি দিলেন বিধান
বক্ষ রক্ত দান।
তাই এসেছিনু হেথা শোণিত তর্পণে
অভিষিক্ত করিবারে দেবীর চরণে।
বক্ষ রক্ত করিব প্রদান,
হেন কালে বার বার
কেন তুমি নাম ধরি ডাকিলে আমার ?
তাই মনে জাগে ভয়,

পূজায় পড়িল বাধা—
কোন অমঙ্গল পাছে হয়।

পৃথ্বীরাজ— প্রিয়ে তব প্রাণ মোর চেয়ে বহু মূল্যবান,
তাই তব বক্ষের শোণিত
আজি চণ্ডী করিলেন প্রত্যাখ্যান।
আপন অশুভ হতে রাণী,
গুরুতর দুঃসংবাদ চর মুখে শুনি
পরামর্শ তরে হেথা এসেছিনু আমি।
শুনিলাম ঘোরী পুনঃ আসিছে ভারতে।
রোম দেশ, দামাস্কাস, তুরস্ক ইরাণ
সাদরে সাহায্য তারে করেছে প্রদান
ঘোরী তাই সর্ব্বশক্তি সংহত করিয়া
আসিছে বিপুল বেগে ভারতে ধাইয়া।

সংযুক্তা— আবার আসিছে ঘোরী,
অপবিত্র করিতে এ পুণ্য আর্য্যভূমি!

পৃথ্বীরাজ— সভায় অমাত্যগণে করেছি আহ্বান,
সংবাদ দিয়েছি মোর সেনাপতিগণে,
যাইব সভায়; তারি ক্ষণ অবকাশে
সর্ব্বাগ্রে এসেছি আমি তোমার সকাশে।
যবন আসিছে বারবার
কহ দিল্লীশ্বরী—
চিরতরে কি উপায়ে তার, হবে প্রতীকার।

(সমর সিংহের প্রবেশ)

সমরসিংহ— বিনা তরবার, প্রতীকার
বল কিবা আছে আর !
ক্ষমা কর দেবী,
না লইয়া অনুমতি, না দিয়া সংবাদ,
তোমাদের দুজনের আলাপন মাঝে
বিঘ্ন ঘটাইনু আমি আসি অকস্মাৎ।

সংযুক্তা— রাজর্ষি সমর সিংহ !

পৃথ্বীরাজ— সমর্ষি !

সংযুক্তা— সুপ্রভাত আজিকে আমার।
তুচ্ছ এ ভবন
পবিত্র করিল তারে তব পদার্পণ।
চিরদিন অভ্যস্ত যে অনুমতি দিতে,
সে কোথা শিখিল এই অনুমতি নিতে !
চিতোরের রাণা যার অনুমতি লয়ে
এসেছেন আজি এই দীনার আলয়ে,
সেই দেবী ননদিনী পৃথা কোথা মোর ?

সমর সিংহ— এসেছেন তিনি।
অন্তরের আশীর্ব্বাদ লহ সুহাসিনী।
দিল্লীশ্বর ! চর মুখে যেই বার্ত্তা শুনি

চিন্তিত হয়েছ তুমি ; শুনি সেই কথা
ত্বরায় চিতোর ত্যজি আসিলাম হেথা।

সংযুক্তা— বিলম্ব ঘটিয়া গেল কথায় কথায়।
যাই, দেখি ননদিনী পৃথাদেবী কোথা

(প্রস্থান।)

পৃথ্বীরাজ— চিতোর ঈশ্বরী
রাখুন তোমারে ভাই চিরজীবি করি।
তুমি ও গোবিন্দ রণে দুই বাহু মম,
বিশ্বস্ত সহায় মোর।
রাণা, বারে বারে
তোমাদেরই বাহু বলে জিনেছি সমরে।

সমর সিংহ— তুমি শিক্ষা গুরু মোর। সমর কৌশল
শিখিয়াছি তব কাছে। তব পরাক্রম
নিঃশঙ্ক করেছে হিন্দুস্থানে ।
যত হিন্দুগণে
অভয় করেছে দান বীরত্ব তোমার।
বিধ্বস্ত মন্দির দেবতার পুনর্ব্বার
মহোৎসাহে সবে মিলি করিছে নির্ম্মাণ ;
নবীন দেবতা মূর্ত্তি করি প্রতিষ্ঠিত
কুঙ্কুম চন্দনে তারে করিছে চর্চ্চিত।

সঙ্গীত, সুগন্ধে মত্ত মদির পবন
তব কীর্ত্তি দিকে দিকে করিছে কীর্ত্তন।

(প্রতিহারীর প্রবেশ ও প্রণাম)

প্রতিহারী— সভা কবি চন্দ বরদাই
করিছেন সাক্ষাৎ প্রার্থনা।

পৃথ্বীরাজ— সসম্মানে লয়ে এস তাঁরে।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

গিয়াছিল কবিবর ভারত ভ্রমণে ;
বিবরণ করহ্ শ্রবণ।

(কবি চন্দের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ— এস কবি ; সাঙ্গ হোল তীর্থ পর্যটন ?

কবি চন্দ— হে সম্রাট ! লহ প্রীতি শ্রদ্ধা নমস্কার।
রাজর্ষি সমর সিংহ ! সৌভাগ্য আমার
লহ্ শুভাশিস।

(পরস্পর অভিবাদন)

পৃথ্বীরাজ— পর্য্যটন করি সমাপন
কুশলে এসেছ ফিরি
হেরি তৃপ্ত হোল প্রাণ
অতৃপ্ত শ্রবণ ;
কহ কবি তব বিবরণ,

কবি চন্দ— মহাকুম্ভ যোগে
প্রথমেই হরিদ্বারে গিয়েছিনু আমি
ব্রহ্মকুণ্ডে পুণ্যক্ষণে করিবারে স্নান।
দেখিলাম তটে তার আছে দাঁড়াইয়া
লক্ষ নর নারী।
সহসা শুনিনু ত্রাস্তে বিকট হুঙ্কার
ব্যোম ব্যোম হর হর অশনি গর্জ্জন।
উদ্যত ত্রিশূল করে, নিষ্কাসিত অসি,
সমবেত হোল আসি সহস্র সন্ন্যাসী
হেরিলাম অন্যদিকে করিছে চীৎকার
কণ্ঠে তুলসীর মালা, ললাটে তিলক,
করাল কৃপাণ, কিন্তু ঝলসিছে করে
অসংখ্য বৈষ্ণব মত্ত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তরে—
হেরি ক্ষণ পরে
রক্ত-স্নাত বৈষ্ণবেরা করে পলায়ন;
ত্রিশূলে বৈষ্ণব মুণ্ড গাঁথিয়া হরষে
দেখিলাম জয়োল্লাসে নাচে শৈবগণ।

সমর সিংহ— কেন কবি এই দ্বন্দ্ব শৈব ও বৈষ্ণবে?

কবি চন্দ— ব্রহ্মকুণ্ডে অগ্রে কেবা যাবে
পুণ্য স্নানে কাহাদের অগ্র অধিকার;
অস্ত্র মুখে হয়ে গেল বিচার তাহার।

সমর সিংহ— এক বাক্যে সর্ব্বশাস্ত্রে কহে
নাহিক ভেদ হরি ও হরে।
তবু মূঢ় হিন্দু ভেদ করিয়া সৃজন
আত্মদ্বন্দ্বে মত্ত সবে ;
দেখে না চাহিয়া
পশ্চিমে উঠিছে মেঘ,
দিবে ভাসাইয়া
ধর্ম্মধ্বজী শৈব বৈষ্ণবেরে।

পৃথ্বীরাজ— কোথা গেলে কবিবর ত্যজি হরিদ্বার ?

কবি চন্দ— গেলাম পাটলীপুত্রে, মৌর্য্য রাজধানী,
কৌটিল্যের পদরেণু পুত যার ভূমি
চন্দ্রগুপ্ত অশোকের কীর্ত্তি নিকেতন।
বৌদ্ধ নরপতি এক পালবংশ জাত,
ইন্দ্রদ্যুম্ন সিংহাসনে আসীন এখন।
পশিলাম সভামাঝে। কহিলেন নৃপ
কি প্রার্থনা তব বিপ্র।
কহিলাম, হে রাজন বিপন্না ভারত ;
তথাগত তপস্যার পুণ্য তীর্থভূমি
অচিরে যবন পদে হইবে দলিত।
এ দুর্দ্দিনে ধর্ম্মভেদ, জাতি ভেদ, ভুলি
জন্মভূমি জননীরে রক্ষা কর তুমি।

রোধিবারে প্রাণপণে যবন বাহিনী
করিছেন আয়োজন দিল্লীর ঈশ্বর,
তাহার সহায় হও তুমি নৃপবর।

সমর সিংহ— কি উত্তর করিলেন মগধ প্রধান ?

কবি চন্দ— হাসি কহিলেন তিনি, বুঝেছি ব্রাহ্মণ :
চৌহানের চর তুমি এসেছ হেথায়
সৈন্য অর্থ রসদাদি ভিক্ষা প্রত্যাশায়।
হিন্দুদের আচরণ বৌদ্ধদের প্রতি
ভুলি নাই আমি দ্বিজ ; ঘোচেনি সে ব্যথা।
ভুলি নাই বোধিদ্রুম বিনাশের কথা ;
ভুলিনি পাটলিপুত্রে, শোন হে ব্রাহ্মণ,
তথাগত পদাঙ্কিত প্রস্তর ভঞ্জন ;
ভুলি নাই বঙ্গেশ্বর হিন্দু শশাঙ্কের
বৌদ্ধ বিতাড়ন।
কি পার্থক্য আছে কহ হিন্দু ও যবনে ?
কি ক্ষতি, বসিলে ম্লেচ্ছ দিল্লী সিংহাসনে !

পৃথ্বীরাজ— গিয়াছিলে দাক্ষিণাত্যে ?

কবি চন্দ— গিয়াছিনু মহারাজ। সেথা দেখিলাম
শাস্ত্র সৃষ্ট চতুর্ব্বর্ণ ; তাহার উপরে
মানুষ পঞ্চম বর্ণ করেছে সৃজন,—
'পারিয়া' তাহার নাম ঘৃণিত সে জন।

উচ্চবর্ণ সনে পারিয়ার
এক পথে চলিবার নাহি অধিকার ;

সমর সিংহ— কি কহিল দাক্ষিণাত্যবাসী ?
দেশের দুর্দ্দিনে রোধিতে যবনে
আর্য্যাবর্ত্ত অধিবাসী সনে
অকপটে তারা সবে মিলিবে ত আসি ?

কবি চন্দ— কহে যত ব্রহ্মবর্ত্তবাসী ;
বিন্ধ্যগিরি করিতে লঙ্ঘন
নাহিক শকতি কারো ; লঙ্ঘিলে যবন
পড়িবে মৃত্যুর মুখে। শুনে পায় হাসি।

সমর সিংহ— বলেছিল এই কথা গুর্জ্জর নিবাসী।
সুলতান মামুদ যদি করে আক্রমণ
পবিত্র প্রবাস ভূমি ; চক্ষের নিমেষে
ধ্বংস হবে দেব রোষে।
চেতন লভিল তারা, দুর্দ্ধর্ষ যবন
যেই দিন সোমনাথ করিল লুণ্ঠন।

পৃথ্বীরাজ— ভারতের জনসাধারণ,
আসন্ন এ বিপদের রাখে কি সংবাদ ?
কি বুঝিলে অভিপ্রায়,
কিবা চায় শ্রমজীবি কৃষিজীবিগণ ?

কবি চন্দ— তাহারা কহিল, রাজা হয় যেবা হোক.
ব্রাহ্মণ অথবা বৌদ্ধ, চণ্ডাল, যবন ;
আমাদের কিবা ক্ষতি ? দিয়া রাজকর
স্বচ্ছন্দে করিব মোরা জীবিকা অর্জ্জন।

পৃথ্বীরাজ— হায় মা ভারত লক্ষ্মী ! অধম সন্তান
চিনিতে নারিল আজো 'মা' বলিয়া তোরে।
ভূধর কান্তার নদী কেদার প্রান্তরে,
দেব পদাঙ্কিতা,
তব অঙ্গ কলঙ্কিত করি ম্লেচ্ছদল
অপবিত্র করে তীর্থ মন্দির সকল
চূর্ণ করি দেবতা বিগ্রহ
ধনরত্ন লুটে অহরহ
করে কুল রমণীর সতীত্ব বিনাশ
নরে ধরি করে ক্রীতদাস।
অকথ্য যে আরো কত করে নির্য্যাতন—
মৃত জাতি ! তবু তার হয় না চেতন।
লহ কৃতজ্ঞতা বন্ধু, করো গে বিশ্রাম।
সফল হোল না শ্রম ; দুঃখ নাহি তায়।
বিধাতা বিমুখ যবে কি আছে উপায়।

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ— মহারাজ দুঃসংবাদ গুরুতর।
পাইনু সংবাদ ; কণৌজ ঈশ্বর

পাঠায়েছে ঘোরীর নিকট
আপন বিশ্বস্ত অনুচর।
ঘোরীরে করেছে আমন্ত্রণ
করিবারে দিল্লী আক্রমণ।
আপনার গজ সৈন্য করিয়া প্রদান
যবনে করিবে শক্তিমান।
তাই পুনঃ আসিতেছে ঘোরী।

সমর সিংহ— জয়চন্দ্র ! সংযুক্তার পিতা !
দেশদ্রোহিতার ঘৃণ্য নরকের পথে
ঘোরী তার হইয়াছে মিতা !

গোবিন্দ— (সমরসিংহকে দেখিয়া)
সমর্ষি লহ প্রণাম আমার।
তোমারে হেরিয়া হোল সাহস সঞ্চার।
এসেছেন পৃথা ভগ্নী ? কুশল সবার ?

সমর সিংহ— ভারতের বুকে শুনিতেছি ম্লেচ্ছ পদধ্বনি ;
আপন কুশল অকুশল
এ দুর্দ্দিনে সমতুল্য মানি,
গোবিন্দ ! বিস্ময় জাগিছে মনে,
আপনার কন্যা জামাতারে
হত্যা করিবারে
জয়চন্দ্র ডেকেছে যবনে।

গোবিন্দ— বার বার চরণে করেছি নিবেদন
কণৌজ করিতে ধ্বংস
জয়চন্দ্রে করিতে নিধন।
কিন্তু জ্ঞাতি প্রীতি বশে দিল্লী অধিপতি
উপেক্ষিয়া অনুরোধ মোর
সদয় হলেন তার প্রতি।

পৃথ্বীরাজ— ভাই ভাবিনি কখন
ঈর্ষাবশে হতে পারে নর
পিশাচের অধম এমন।
জ্ঞাতি দ্বন্দ্বে অনিচ্ছারে মোর
নিশ্চয় ভেবেছে দুর্ব্বলতা
কনৌজ ঈশ্বর
দেশদ্রোহী খল হীনচেতা।

গোবিন্দ— নিজ হাতে বিষবৃক্ষে সেচিয়াছ বারি
ফুলে ফলে সুশোভিত তরু ;
আজি মোরা ফলভোগ করিতেছি তারই।
ঘোরীরে ছিল না কোন ভয়,
কিন্তু জ্ঞাতি শত্রু সনে রণে
এবার প্রথম পরিচয়।

পৃথ্বীরাজ— স্বজনে শত্রুতা যদি করে
স্বদেশ না চাহে যদি মোরে।

সহযোগী যত রাজগণ
ভ্রাতৃসম যাহাদের করেছি পালন ;
পুত্রসম যে প্রজারে দিয়েছি অভয়
তারা যদি চায় আজ মোর পরাজয় ;
কহ ভাই, কহ মহারাণা
যুদ্ধে তবে কিবা প্রয়োজন ;
লোকক্ষয় কেন অকারণ ?

কবি চন্দ— হে রাজন ! একি ক্লৈব্য অশোভন !
বিশ্বাসঘাতক একজন
যবনে করেছে আমন্ত্রণ ;
শত হোক, হোক না সহস্র তারা
ঈর্ষাবশে লোভাতুর মিলিয়াছে যারা
তাহাদের লাগি, ক্ষাত্রধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি
ভারতের স্বাধীনতা ম্লেচ্ছ পদে দিবে ডালি ?

পৃথ্বীরাজ— কবি ! করিতেছ বৃথা তিরস্কার ;
কহ একা কি সাধ্য আমার ?

সমর সিংহ— কি কহিলে ! একা তুমি ?
একাকী তপন উষারে করিয়া আবাহন
জগতে করে না সচেতন ?
একা তুমি ! একা শশধর
আঁধার করিয়া দূর রজনীরে করেনা ভাস্বর ?

একাকী অর্জ্জুন পুত্র দুর্ব্বার সমরে
ব্যূহভেদ করি গর্ব্বভরে
যোঝে নি কি কুরুক্ষেত্র রণে,
সপ্ত রথী সনে ?
একা পুরুরাজ,
অগণিত গ্রীকসেনা হেরিয়া সমরে
লয়ে মুষ্টিমেয় সৈন্য তার
দাঁড়ায়নি রোধিবারে
ভারতের দ্বার ?
দিল্লীশ্বর ! একা তুমি হও অগ্রসর।

পৃথ্বীরাজ— ক্ষোভে দুঃখে হৃদয় জর্জ্জর।
একদিন যাহাদের ভেবেছি আপন
হেরি তাহাদের আচরণ,
ভেঙ্গে গেছে মন। স্খলিত চরণ
চলিতে চাহে না পথে আর।
রাণা ! অনুরোধ বার বার ;
তব মন লয়ে মোরে করো না বিচার।
মহারাণা ! পদ্ম পত্রে যথা জলকণা,
রাজর্ষি জনক সম সংযমিত সকল বাসনা,
সহি ঘাত প্রতিঘাত,
সুখ দুঃখ করি আত্মসাৎ,
তুমি কর রাজ্য ভোগ।

একাকী চলিতে পার তুমি ;
তুমি বিজ্ঞ, তুমি বিচক্ষণ ;
আমি ক্ষুদ্র, আমি সাধারণ।

সমর সিংহ— তুমি সাধারণ ?
কোন বংশে জন্ম তব হয় কি স্মরণ ?
কি গুরু দায়ীত্বভার করিতে বহন
মতামহ পাশে করেছ গ্রহণ
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসন ;
হয়েছ কি বিস্মরণ ?
নহ ক্ষত্র তুমি !
ভুলিও না, শ্রেয় তব স্বধর্ম্মে নিধন !
কর যুদ্ধ ভাই ;
ফলাফল চণ্ডী পদে করি সমর্পণ। কর পরিহার
এই ক্লৈব্য, কার্পণ্য তোমার।
একা তুমি নহ বন্ধু ;
দক্ষিণে গোবিন্দ রবে আমি রব বামে
যুদ্ধে যদি দেহ ক্ষমা
অযশ স্পর্শিবে তব নামে।
চল সবে মিলি
ভবানীর আশীর্ব্বাদ শিরে লই তুলি।

পৃথ্বীরাজ— প্রিয় বন্ধু, পার্থ-সারথির সম রণে
পার্শ্বে মোর থেক তুমি। মোর আচরণে
দেখা যদি দেয় আসি ক্লৈব্য পুনর্ব্বার
সেই মোহ বিমূঢ়তা নাশিও আমার।

(সমর সিংহকে আলিঙ্গন)

তৃতীয় দৃশ্য

(মহম্মদ ঘোরীর শিবিরের মন্ত্রণা কক্ষ)

[ঘোরী পদচারণা করিতেছেন। কুতবের হাতে জয়চন্দ্রের পত্র]

কুতব— পৃথ্বীরাজ ব্যস্ত যবে রণে তরায়নে,
লিখিয়াছে জয়চন্দ্র, সেই সন্ধিক্ষণে
আক্রমিবে আজমীঢ় নিজ সৈন্য লয়ে।
এক সঙ্গে আক্রমণ দিল্লী আজমীঢ়ে
চলে যদি, মনে হয় পিথোরা অচীরে
বিপন্ন হইবে গুরুতর।
আদেশ করুন প্রভু কি দিব উত্তর।

ঘোরী— অভিমত তোমার কি কহ ?

কুতব— উত্তম এ প্রস্তাব জনাব।

ঘোরী— মূর্খ !
জয়চন্দ্র জয়ী যদি হয় আজমীঢ়ে,
সাহস বাড়িয়া যাবে তার।
ধ্বংস যদি হয় পৃথ্বীরাজ,
হিন্দু শক্তি করিয়া সংহত
হিন্দুর নেতৃত্ব পদ করি অধিকার
জয়চন্দ্র ইসলামে করিবে প্রতিহত।

ইসলাম সাহায্য বিনা রাঠোর রাজের
কোন শক্তি নাই, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস
থাকে যেন বদ্ধমূল হৃদয়ে তাহার,
রাখিও সেদিকে লক্ষ্য। আগে পৃথ্বীরাজে
ধ্বংস করি, পরে এই বিশ্বাসঘাতক
জয়চন্দ্রে সমূলে করিব উৎপাটিত।......

[বখতিয়ারের প্রবেশ ও কুর্ণিশ]

কুতব— জয়চন্দ্র! জয়চন্দ্র হিতৈষী মোদের,
অনিষ্ট তাহার নহে ঈসলামের নীতি।

ঘোরী— ইসলামের ধর্ম্মনীতি শিখায়ো না মোরে
বেত্‌মিজ! ধর্ম্ম কিবা কাফেরের সনে!
কাফের সংহার কর, কোরাণের বাণী;
পৌত্তলিকে নাশ করি বলে বা কৌশলে
পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম করহ প্রচার।

বখতিয়ার— জাঁহাপনা,
হিন্দু হয়ে দিয়েছে যে গোপন সংবাদ
জয়চন্দ্র হিন্দুর বিপক্ষে এইবার,
মিটাইয়া সাধ তার, দিতে হবে যোগ্য পুরস্কার।

ঘোরী— কি সে সুসংবাদ?

বখতিয়ার— জানায়েছে জয়চন্দ্র, তারাগিরি পরে
যে দেবতা প্রতিষ্ঠিতা আছে আজমীঢ়ে
'আশাপূর্ণা' নাম তার ; পৃথ্বী ভক্তি ভরে
করে তার উপাসনা। আছে জনশ্রুতি,
সে মন্দির, সে দেবী মুরতি,
যদি কোন মতে কলুষিত হয়,
পৃথ্বীরাজ মরিবে নিশ্চয়।
কিন্তু হিন্দু জয়চন্দ্র আপনার হাতে
অপবিত্র চাহে না করিতে
সে মন্দির, সেই দেবতায়।
ইসলাম সেনা তাই সাথে কিছু চায়।

ঘোরী— হাঃ! হাঃ! হাঃ! কুতব, বখতিয়ার!
ওঃ কত ধর্ম্ম-বুদ্ধি দেখ তার।
যাই হোক এই সব অন্ধ সংস্কার
যদিও না মানি মোরা ; হিন্দু সবাকার
মনোবল চূর্ণ করে দিতে
হবে ওই মন্দির ভাঙ্গিতে।
কুতব, যদিও যাব না আজমীঢ়ে
তথাপি রটায়ে দাও, সৈন্যদল লয়ে
নিজেই যেতেছি আমি আজমীঢ় জয়ে।
বখতিয়ার! বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত,
কিরূপে সে সৈন্যদলে করেছে সজ্জিত ?

বখতিয়ার— পৃথ্বীরাজ সাজায়েছে বাহিনী তাহার
সর্ব্বশক্তি করি একত্রিত আপনার।
দেখে যেন মনে হয় বিগত সমরে
কোন ক্ষতি হয় নাই রায় পিথোরার
তুলনায় আমাদের এই সৈন্যদল।
মনে হয় মুষ্টিমেয় দিল্লী সৈন্য পাশে।

ঘোরী— বখতিয়ার, কাফেরের সৈন্যবল দেখি
ভীত কি হয়েছে আজি অন্তর তোমার ?

বখতিয়ার— জনাব, প্রাণের ভয়ে হয় নাই ভীত
বিশ্বস্ত এ বখতিয়ার, ভৃত্য আপনার।
ভিরুতা বিচার বুদ্ধি এক নহে প্রভু।
এইবার ইসলামের হলে পরাজয়
মুছে যাবে এ ভারতে ইসলামের নাম।
নিবেদন করিবারে আসিয়াছি তাই,
যুদ্ধ জয়ে কৌশলের আছে প্রয়োজন।

ঘোরী— সৈন্য সঞ্চালন রীতি শোন মোর কাছে
পরে তোমাদের সব শুনিব কৌশল।
সম্মুখে সৈন্যের ভার লবে বখতিয়ার,
কুতব পশ্চাতে রবে কিছু সৈন্যসহ।

কুতব— জাঁহাপনা আমারে কি করেন সন্দেহ ?

ঘোরী— কুতব, তুলহান তুমি ?
নহ তুমি তুরখ সেনানী ?

আদেশ আমার
দেখিও সমরক্ষেত্র করি পরিহার
একজনও যেন নাহি করে পলায়ন ;
হয় জয়, নহে মৃত্যু করিবে বরণ।
পৃথ্বীরাজে তাহার সামন্ত কতজন
সৈন্য অর্থ অস্ত্রশস্ত্র করেছে প্রেরণ ?

বখতিয়ার— সঠিক সংবাদ কিছু পাইনি এখনো,
তবে শুনিয়াছি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়া
পালন করেনি বহু সামন্তের দল।

ঘোরী— আমার কৌশল কিছু হয়েছে সফল।
সম্প্রতি শুনিয়া রাখ, রণক্ষেত্র হতে
পশ্চাতে হঠিবে যদি হয় প্রয়োজন।

বখতিয়ার— করিতে হইবে যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন !

ঘোরী— যদি হয় প্রয়োজন,
ছত্রভঙ্গ না হইয়া লয়ে সৈন্যদলে
আসিবে পশ্চাতে হঠি অতি সুশৃঙ্খলে।
পুন হবে অগ্রসর ; সারাদিন ধরি
খেলিবে যুদ্ধের খেলা এইমত করি।
লয়ে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা যত
এক পাশে রব আমি দর্শকের মত।
হিন্দু সৈন্য হলে ক্লান্ত দিনান্তের পর,

ঝাঁপায়ে পড়িব আমি তাদের উপর।
দুই পার্শ্বে একযোগে করি আক্রমণ।
সাহায্য করিবে মোরে তোমরা তখন

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক— পৃথ্বীরাজ দূত এক এসেছে হেথায়।

ঘোরী— এসেছে দিল্লীর দূত? আনহ তাহায়।

(সৈনিকের প্রস্থান)

বখতিয়ার! কাফের পেয়েছে বুঝি ভয়!
সন্ধির প্রস্তাব দূত এনেছে নিশ্চয়।

(সৈনিকসহ পৃথ্বীরাজ দূতের প্রবেশ)

দূত— 'শতরণ জয়ী' বীর দিল্লীর ঈশ্বর
পৃথ্বীরাজ প্রভু মোর,
আমি এক বার্ত্তাবহ তাঁর;
মান্যবর ঘোরীর দর্শন উদ্দেশ্য আমার।

ঘোরী— কহ দূত কি তব প্রার্থনা মোর কাছে?

দূত— আপনার উদ্দেশ্যে লিখিত,
মোর হাতে সম্রাটের লিপি এক আছে।

ঘোরী— বখতিয়ার লহ পত্র, শুনাও আমায়।

(বখতিয়ার পত্র লইয়া পড়িয়া নীরব)

কি লিখেছে পৃথ্বীরাজ কহ শীঘ্র করি।

বখতিয়ার— উচ্চারণে ভয় হয় মোর।

ঘোরী— অভয় দিলাম ; কহ, কহ বখতিয়ার।

বখতিয়ার— পড়িতে অক্ষম আমি দূতের সম্মুখে

ঘোরী— যাও দূত লহগে বিশ্রাম।

(দূত ও সৈনিকের প্রস্থান)

পড় এইবার।

বখতিয়ার— লিখিয়াছে স্পর্দ্ধিত কাফের, শোন্ ঘোরী !
গত রণে দিনু ভিক্ষা তুচ্ছ তোর প্রাণ।
মম ভিক্ষাদত্ত প্রাণ করিয়া ধারণ,
হয়েছিস্ ক্রীতদাস আমার এখন।
তোর সৈন্য সেনাপতি সবাকার প্রাণ,
তুলনায় তার, ওরে বহু মূল্যবান।
তাই বলি শোন্,
ওরে হীন ক্রীতদাস ! যারে ফিরে ঘরে
তাহাদের মূল্যবান প্রাণরক্ষা তরে।

কুতব— দেখিতেছি কুক্কুরের বেড়েছে সাহস,
তাই দেখায়েছে ভয় ;
স্পর্দ্ধিত এ কাফেরের মরণ নিশ্চয় !

ঘোরী— কহ সবে কি দিব উত্তর।

কুতব— উত্তর ইহার মোরা দিব তরবারে।

ঘোরী— (বখতিয়ারকে) না না, উত্তর লিখিয়া দাও ;
লিখে দাও, পত্র পেয়ে হইনু বাধিত।
কিন্তু আমি গজনীপতির একজন
আজ্ঞাধীন ভৃত্য মাত্র।
পাঠাইনু গজনীতে পত্র আপনার।
বিলম্ব হইবে মাত্র কয়েকটা দিন
উত্তর আসিতে তার। প্রার্থনা আমার
সময় করুন দান ক্ষান্ত দিয়া রণ ;
উত্তর আসিবামাত্র করিব জ্ঞাপন।

বখতিয়ার— একি কথা জাঁহাপনা ! আসন্ন সমর
বন্ধ রবে অকস্মাৎ ? লভিয়া সময়
প্রবল সে শত্রুদল করিবে সঞ্চয়
অর্থ, অস্ত্র, সৈন্য আর রসদ সম্ভার।
তাই বলি বিবেচনা করিয়া আবার
দিল্লী প্রতি প্রত্যুত্তর করুন প্রেরণ।

ঘোরী— হাঃ হাঃ হাঃ ! মূর্খ !
এখনি কহিতেছিলে কৌশলের কথা।
কৌশল বৃক্ষের নহে ফল,
চাহিলে না মিলে যথা তথা।
পত্র পেয়ে মূর্খ হিন্দু সরল বিশ্বাসে
সময় করিবে দান ; সেই অবকাশে
রজনীর অন্ধকারে হব অগ্রসর।

কুতব— যুদ্ধে অনভিজ্ঞ নহে দিল্লীর ঈশ্বর ;
দলে দলে ফিরে তার বহু গুপ্তচর ।
ঘুণাক্ষরে তারা যদি পারে জানিবারে
অন্ধকারে আমাদের সৈন্য চলাচল,
ব্যূহ-হীন চলমান সেই সৈন্য মাঝে
অবিলম্বে পৃথ্বীরাজ লয়ে নিজ বল
ঝাঁপায়ে পড়িবে বেগে। সেই আক্রমণ
ছত্রভঙ্গ করি দিবে চলমান সেনা,
ভেঙ্গে দেবে আমাদের দিনের স্বপন।

ঘোরী— (ক্রুদ্ধ ভাবে) কুতব !
(স্বাভাবিকভাবে) কুতব প্রস্তাব তব কহ স্পষ্ট করি।

কুতব— করিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ, কাল উষা কালে
আক্রমণ যদি হয় সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ;
হেথায় রহিব আমি লয়ে সৈন্যদলে
শিবির আলোক দামে করিয়া সজ্জিত।
ভাবিবে দিল্লীর চর নিশ্চেষ্ট আমরা
মাতিয়াছি নৃত্য গীতে। অন্ধকার পথে
নিঃশব্দেতে বখতিয়ার সহ জাঁহাপনা
অগ্রসর হইবেন লয়ে নিজ সেনা।

ঘোরী— (কুতবকে) উত্তম প্রস্তাব।
মোরা যবে বিপর্য্যস্ত করিব পৃথ্বীরে

সৈন্যসহ জয়চন্দ্র সেই অবসরে
অগ্রসর হয়ে দ্রুত
লয়ে নিজ গজ যূথ
হিন্দু সৈন্য ফিরিবার পশ্চাতের পথ
অটল পর্ব্বত সম যেন করে অবরোধ।
গুপ্ত ঘাতকের কাজ করুক নির্ব্বোধ।
বখতিয়ার, সময় প্রার্থনা পত্র করহ প্রেরণ;
সিদ্ধ যদি হয় এ কৌশল,
নিশ্চিত এ যুদ্ধে মোরা হইব সফল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[পৃথ্বীরাজের কালিকা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ ; সম্মুখে মন্দিরের সোপান উঠিয়া গিয়াছে ; সোপানে বসিয়া এক কাপালিক গান গাহিতেছে। কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষিত, এক হাতে নর কঙ্কাল, অন্য হাতে ত্রিশূল, কপালে সিন্দুরের উজ্জ্বল তিলক !]

কাপালিকের গান

কে বামা সমরে নাচিছে ?
কাদেরে নাশিছে ?
নাচে কবন্ধ, যোগিনীবৃন্দ
অট্ট অট্ট হাসিছে।
করে ঝলসিছে অসি খরসান,
যারে পায় কাটি করে খান খান।
সারথী, তুরগ, রথী, রথখান
করে ধরি ধরি গ্রাসিছে।
অশনি কঠিন চরণের ঘায়
বারণের দল ধূলায় লুটায়,
শোণিতের স্রোতে হায় অসহায়
কার শব দেহ ভাসিছে ?

[গান শেষে কাপালিকের প্রস্থান ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ। পৃথ্বীরাজ দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া সংযুক্তার অপেক্ষায় পদচারণা করিতেছেন। সমর সিংহের প্রবেশ।]

সমর সিংহ— সভাগৃহে সমবেত হয়েছে সকলে;
সেনাপতি, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রনার তরে।

পৃথ্বীরাজ— আছি প্রতীক্ষায়।
ষোড়শোপচারে
পূজিবার তরে জগৎ জননী কালিকায়,
মহাদেবী গেছেন মন্দিরে।
পূজার নির্ম্মাল্য লয়ে আসিবেন ফিরে,
আছি তাই দাঁড়ায়ে হেথায়।
কহ গে সবারে
সভায় যেতেছি ক্ষণপরে।

[সমর সিংহের প্রস্থানোদ্যোগ]

শোন ভাই !
এ সভায় গোবিন্দের উপস্থিতি চাই।
আমি তাই দ্রুতগামী দূত কয়েকজন
ক'রেছি প্রেরণ
আনিতে ফিরায়ে তারে।
পেয়েছি সংবাদ,
ভ্রাতা মোর আসিছে সত্বরে।
পাঠায়ে দিয়েছি আজমীঢ়ে
দক্ষ সেনাপতি চারিজন
সঙ্গে লয়ে সৈন্য কতজন।

মনে হয় মোর, আজমীঢ়
আক্রমণ রটনা, সে ছলনা ঘোরীর।
অথবা এ কূট নীতি তার সুগভীর।

[গোবিন্দের প্রবেশ ও প্রণাম]

গোবিন্দ— ঘোরীর নিকট হতে এই পত্র লয়ে
আসিয়াছে বার্ত্তাবহ।
আমাদের পত্রে পেয়ে ভয়
উত্তর দিয়াছে ঘোরী করিয়া বিনয়।

(পৃথ্বীরাজের হস্তে পত্র দান। পৃথ্বীরাজ
পত্র পড়িয়া সমর সিংহকে দিলেন)

পৃথ্বীরাজ— পড়ি পত্রখান
মহারাণা অভিমত করহ প্রদান।

সমরসিংহ— (পত্র পাঠান্তে) নহে এ সরল লিপি।
এ সময় প্রার্থনার মাঝে,
অভিসন্ধি তার কিছু যেন লুকাইয়া আছে।
যবনে, আমার, তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নাই আর,
করেছে বিশ্বাসভঙ্গ তারা বহুবার।

গোবিন্দ— গত রণে বুঝিয়াছি তুরুখের বল।
পাইলে সময় আমাদেরও সেনাদল
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবে ; হবে ত্রুটী হীন
আমাদের আয়োজন। একশত অষ্টজন

সামন্ত তোমার, মধ্যে তার চতুষষ্টী জন
পৌছিয়াছে তরায়ন। যে সব রাজন
এখনো করেনি হেথা সাহায্য প্রেরণ,
পাইলে সময় তার প্রতীকার তরে
হয় তো সম্ভব হবে ব্যবস্থা গ্রহণ।
আশা তাই হতেছে অন্তরে
সমর বিরতি যদি চাহে সেই খল,
আমরাও পাব তার ফল।

সমর সিংহ— বলেনি ত স্পষ্ট করি ক্রূর মতিহীন !
যুদ্ধের বিরাম ঘোরী চাহে কত দিন—
দুই দিন, চারি দিন অথবা সপ্তাহ।
দাও তারে যদি যুদ্ধ-বিরাম সময়,
মনে হয় কালি প্রাতে আসি সৈন্যসহ
অতর্কিতে আক্রমিয়া ঘটাবে প্রলয়।
যাই হোক, আমাদের প্রস্তুত রাখহ সেনাদল,
কর যত্ন তাহাদের অটল রাখিতে মনোবল।

গোবিন্দ— দেখিতেছি এই এক সমস্যা ভীষণ।
জানিলাম চঞ্চল হয়েছে সৈন্যগণ।
কেবা নাহি জানি,
জাগায়েছে বিভীষিকা সৈন্যদল মাঝে—
রন্ধ্রগত শনি নাশ করিয়া সম্রাটে
যুদ্ধক্ষেত্রে যবনেরে অর্পিবে বিজয়—

নাহি জানি মহারাণা গুপ্তচর কার
এই সর্ব্বনাশা কথা করিছে প্রচার।

পৃথ্বীরাজ— অদৃষ্ট বিরূপ ভাই, শত্রুর কি দোষ!
মনে হয় মোর প্রতি দেবতার রোষ
উদ্যত অশনি সম এসেছে নামিয়া।
বহু হিন্দু স্বদেশের হিত না চাহিয়া
সংগোপনে যোগ দিয়া যবনের দলে,
সাধিছে অনিষ্ট মোর অতি সুকৌশলে।

সমর সিংহ— মহারাজ! মনে যদি জেগেছে সংশয়,
দেবী আরাধনে সব বিঘ্ন হবে দূর,
অশুভ অঙ্কুর
হবে নাশ, কহিনু নিশ্চয়।
ঘোরীর প্রস্তাবে
যদি ক্ষান্ত থাকে রণ,
অনুমতি দাও, সৈন্যগণ
শনিগ্রহ অধিষ্ঠাত্রী কালিকা চরণ
আজি রাত্রে করুক পূজন।
ফলে তার গ্রহ দোষ হবে নিবারণ,
নব বলে উজ্জীবিত হবে সৈন্যগণ।

পৃথ্বীরাজ— হয়ত বা ইচ্ছা তাই করুণাময়ীর।
আমি শুধু উত্তেজিত করিবারে তারে
করেছিনু এ পত্র প্রেরণ।

কভু ভাবি নাই মনে,
সহ্য করি সে গঞ্জনা, ভুলি অপমান,
সময় চাহিবে ঘোরী ক্ষান্ত দিয়া রণে।
গোবিন্দ ! জানায়ে দাও, ঘোরীর প্রার্থনা
পূর্ণ করিয়াছি আমি। দেবী উপাসনা
আজিকে নিশীথে
করে যেন সৈন্যগণ
ঐকান্তিক চিতে।
চিতোর ঈশ্বর !
সভাস্থ সকলে কহ গিয়া,
যেতেছি সভায় আমি দেবী প্রণমিয়া।

গোবিন্দ ও সমর সিংহের প্রস্থান।
পৃথ্বীরাজ মন্দিরের সোপানে উঠিবার জন্য সিঁড়িতে পা রাখিলেন। সংযুক্তা দেবীর নির্মাল্য ভরা থালা লইয়া মন্দিরের দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া নীচে নামিবার জন্য সিঁড়িতে পা রাখিয়া ডাকিলেন "মহারাজ" তারপর নামিয়া আসিতে গিয়া সোপানে পদ-স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তুলিলেন।)

পৃথ্বীরাজ— আঘাত কি পাইয়াছ গুরুতর দেবী ?

সংযুক্তা— একি হোল মহারাজ !
অকস্মাৎ হইলাম কেন ভূপতিত ?
দেবীর নির্ম্মাল্য হলো ধূলায় লুণ্ঠিত !
বিমুখ হলেন বুঝি দেবী !
মহারাজ ক্ষান্ত দিয়া রণে
সন্ধি কর যবনের সনে।

পৃথ্বীরাজ— মৃত্যু শ্রেয় তার চেয়ে রাণি।
সমরের আয়োজন সুসম্পূর্ণ করি
যদি ক্ষান্ত দিই রণে, জানিহ নিশ্চয়,
জ্বলিবে ভীষণ অগ্নি এ ভারতময়।
আহুতি কি জান রাণী তার ?
হিন্দুজাতি, হিন্দুধর্ম্ম, শৌচ, সদাচার,
সতীত্ব ভারত রমণীর,
দেবতার বিগ্রহ মন্দির।
এ আহুতি অর্পিতে প্রস্তুত আছ ?

সংযুক্তা— শান্ত হও মহারাজ, ধরি দুটি পায়,
দাসী বলি ক্ষমহ আমায়।
কহিতে ডরাই কথা ; পূজা অবসানে
প্রণমি চরণ পদ্মে চাহি দেবী পানে
আতঙ্কেতে উঠিনু শিহরি।
প্রসন্না, করুণাময়ী, বরদা, শোভনা
ধরেছে বিকট মূর্ত্তি ; ভীমা ভয়ঙ্করী !

নৃমুণ্ডমালিনী, শ্যামা, বিকটদশনা
করিছে চর্ব্বণ
কত রথ, কত রথী, তুরগ, বারণ।
রক্ত, রক্ত, বহিতেছে রক্তের তুফান,
রক্তস্রোতে ভাসিতেছে তব দেহখান।
ঐ, ঐ মহারাজ! কি ভীষণ... (মূর্চ্ছা)

পৃথ্বীরাজ— রাণি! সংযুক্তা।

(সংযুক্তার পতনোন্মুখ দেহ ধরিয়া ফেলিল।
পৃথ্বীরাজের বুকে সংযুক্তা মাথা রাখিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

তরায়ন যুদ্ধক্ষেত্রে কুতবের শিবির।

কুতব— বিশাল ভারতবর্ষ! এক প্রান্তে তার
হইল না স্থান মোর। স্পর্শ অধিকার—
এ দেশের জলবায়ু, কণা মৃত্তিকার—
সকলি হারানু আমি। কি দোষ আমার?
জন্মেছিনু এই দেশে। অভাগা রমণী
এ দেশের হিন্দু সে ত।
কেন গো জননী!
স্তন্য দিয়া করেছিলি আমারে পালন?
কেন না সুতিকাগারে করিলি নিধন!
দিলি যদি স্তন্য; এই সুজলা-সুফলা,
শস্য শ্যামলা, অন্নপূর্ণা, কানন কুন্তলা,
ভারতের বুকে, শস্যকণা, বন্য ফল,
বন্য শাক, কিছু কি মা ছিল না সম্বল?
অন্নাভাবে কিংবা তুচ্ছ কলঙ্কের ভয়ে,
অর্থ লোভে, বল্ মাগো! কি সে প্রলোভন,
কোন সে ঘটনা চক্র; কিসে বাধ্য হয়ে
পুত্র স্নেহ, দয়া মায়া দিয়া বিসর্জ্জন,
বিধর্ম্মীর কাছে মোরে করিলি বিক্রয়?

ক্রীতদাস, ক্রীতদাস মোর পরিচয় !
আজি আসিয়াছি ফিরে হে ভারত মাতা!
তব ক্রোড়ে কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট মোর—
পুত্র, মিত্র, ভৃত্যরূপে আসি নাই হেথা।
আসিয়াছি শত্রুরূপে ঘটাতে প্রলয়,
জ্বালাইতে কালানল এ ভারতময়।

(অস্থির পাদচারণা, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)

গোত্রহারা মোরে দিয়া প্রথম সম্মান,
মানুষের অধিকার যে করিল দান,
তুলি তুচ্ছ হীন ঘৃণ্য পঙ্ক কুণ্ড হতে ;
ক্রীতদাসে করি গুরু দায়িত্ব অর্পণ
সেনাপত্যে মোরে যেবা করেছে বরণ,
সেই অন্নদাতা পরিত্রাতা, সেই পিতা মোর।

(সহসা যেন দিল্লীর সিংহাসনের
প্রলোভন হাতছানি দিল)

রে কুতব, মিথ্যা দেশ
মিথ্যা জাতি, মিথ্যা ধর্ম্ম তোর।
দিল্লী, দিল্লী, দিল্লী সিংহাসন কত দূরে ?
দিল্লী সিংহাসন যেন হাতছানি দিয়া ডাকে মোরে।
দেশ , জাতি, ধর্ম্ম ! কই আমার ত নয়।
কেন বৃথা এই দ্বিধা ? কুতব কুতব !

সম্মুখেতে উন্নতি শিখর,
দৃঢ় পদে হও অগ্রসর।
কৃতজ্ঞতা ! কর্ত্তব্য ? শঠতা ! বেইমানী ?
তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ মানি।
আশা কুহকিনী ঐ ডাকিছে আমায়,
অস্থির করিছে মোরে উগ্র আকাঙ্ক্ষায়।

(সহসা নিজেকে সংযত করিয়া)

না, না, স্তব্ধ হও হীন দাসের রসনা ;
রুদ্ধ করো দুরাকাঙ্খা, ঘৃণ্য লালসারে।
হত্যা করো এই উন্মাদনা ;
দুরাশার মায়ার ছলনা।

(নিজেই নিজের গলা টিপিয়া ধরিল)

না, না, না, কে আছ ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

আনো তীব্র সুরা, ডাকো নর্ত্তকী সুন্দরী।

(প্রহরীর প্রস্থান)

সৃজন করুক মায়া নর্ম্ম সহচরী।
মোহ গর্ভে ডুবাই সংশয়।

(অস্থির পদচারণা। নর্ত্তকীদের প্রবেশ)

এস লো সুন্দরী সবে,
নাচি গাও মাতি মহোৎসবে'।

(নর্ত্তকীদের গীত)

সকল ভুলায়ে দাও গানে।
রূপের আলোকে, হৃদয় প্রদীপ
জ্বালায়ে দেহের দীপদানে।
মরণ রঙ্গে মাতি পতঙ্গ
উড়ে চারিপাশে যাচিয়া সঙ্গ ;
আশার স্বপন না করি ভঙ্গ
তোল তরঙ্গ তার প্রাণে।

কুতব— সুন্দর, সুন্দর ! কে আছ হেথায় ?

(সৈনিকের প্রবেশ)

জ্বলিছে আলোক মালা শিবিরে শিবিরে ?
চলিতেছে নাচ গান ?

সৈনিক— জাঁহাপনা ! সকল আদেশ যথাযথ হয়েছে পালিত।

কুতব— (নর্ত্তকীদের) যাও অন্য শিবিরেতে।

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান)

(সৈনিককে) হয়েছে ত উদ্দেশ্য সফল ?
রজনীর অন্ধকারে লয়ে সৈন্য দল
গিয়েছেন জাঁহাপনা ; গেছে বখতিয়ার ?

সৈনিক— হাঁ জাঁহাপনা ;

কুতব— বাস বাস, চিন্তা নাহি আর।
হব জয়ী, আজি রাত্রি রহ হুঁসিয়ার।

৯—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[তরায়নের যুদ্ধ ক্ষেত্র। সকলেরই যোদ্ধার বেশ।]

মহম্মদ— (প্রবেশ করিয়া) সাবাস্‌, সাবাস্‌, ধন্য শিক্ষা পৃথ্বীরাজ !
নিয়মানুবর্ত্তীতায়, শৃঙ্খলা রক্ষণে,
জাগ্রত কর্ত্তব্যবোধে, নিজ সৈন্যগণে
করিয়াছ সুশিক্ষিত। পৃষ্ঠ প্রদর্শন
সমরে জানে না তারা।
যবে মোর সৈন্যগণ
আক্রমিল প্রত্যুষেতে শার্দ্দূল বিক্রমে ;
স্নান শৌচরত বিশৃঙ্খল সেনা তার
অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাসহ ব্যূহ বিরচিয়া,
রোধি আক্রমণ তারা দাঁড়াল রুখিয়া।
হেরিলাম ইন্দ্রজাল ! চক্ষের নিমেষে,
উন্মত্ত তাণ্ডবে যেন প্রবেশিল এসে
ঝঞ্ঝা, মোর সৈন্য মাঝে। ওকি ! গজ যূথে
দলিত মথিত করি পদাতিকগণে
কে চালায় ভীম বেগে। মুর্খ বখতিয়ার
মৃত্যু মুখে এ বীরত্ব নিষ্ফল তোমার।
পিছু হট পিছু হট, পূর্ব্বাদেশ পালহ আমার।

(ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিতে করিতে
প্রস্থান। বখতিয়ারের প্রবেশ)

বখতিয়ার— সৈন্যগণ ! শুনেছ ত প্রভুর আদেশ।
সুশৃঙ্খলে রণভূমি করি পরিত্যাগ
পশ্চাতে হটিয়া এস। যদি হিন্দুগণ
মূর্খ সম আসে করি পশ্চাৎ ধাবন ;
আলেয়ার আলো সম পশ্চাতে সরিয়া
দূর হতে তীক্ষ্ণ বাণ করিয়া ক্ষেপন
কাফেরে মৃত্যুর মুখে 'আনিবে টানিয়া।

(প্রস্থান। গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ— একি সমরের রীতি ! শৃগালের দল—
ছলনাই ইহাদের যুদ্ধের সম্বল।
যদি হই অগ্রসর, হঠিছে পশ্চাতে ;
দাঁড়াইলে বধিতেছে গোপন বাণেতে ;
এ নহে ক্ষত্রিয় রীতি। শ্রান্ত সৈন্যগণ
তৃষ্ণায় অস্থির, তবু যুঝে প্রাণপণ

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

গোবিন্দ— কি আদেশ মহারাজ ?

পৃথ্বীরাজ— গোবিন্দ ! করেছ লক্ষ্য ; রণক্ষেত্র মাঝে
নাহি শ্রেষ্ঠ তুর্ক বীরগণ। বখতিয়ার
লুকোচুরি খেলিতেছে লয়ে সৈন্য তার।
ধূর্ত্ত শৃগালের নীতি সমর মাঝারে
গোবিন্দ ! চিন্তিত বড় করেছে আমারে।

গোবিন্দ— অন্ধকারে সৈন্যদলে করি সঞ্চালন,
প্রত্যুষেতে অতর্কিতে করি আক্রমণ,
ছত্রভঙ্গ করে দেবে ভেবেছিল ঘোরী
আমাদের সৈন্যদলে। হইয়াছি পার
ঘোরতর সে সঙ্কট। মনে হয় মোর,
মহম্মদ সাথে রাখি শ্রেষ্ঠ সৈন্য সবে
নিকটে কোথাও আছে লইয়া কুতবে।

(সমর সিংহের প্রবেশ)

সমরসিংহ— মহারাজ, সর্ব্বনাশ ! পাইনু সংবাদ,
জয়চন্দ্র অকস্মাৎ পশ্চাতের পথ
অবরোধ করিয়াছে হস্তীযূথ লয়ে।

গোবিন্দ— স্বদেশদ্রোহী খল তস্কর,
পালিয়াছে স্বধর্ম্ম তাহার।
স্পর্দ্ধিত যবনে আগে করি পদানত
ঘৃণিত রাঠোরে শিক্ষা দিব বিধিমত।

সমর সিংহ— আরো আছে দুঃসংবাদ। গুপ্তচর মুখে
শুনিলাম দ্রুতবেগে আসিতেছে ঘোরী
দ্বাদশ সহস্রাধিক অশ্বারোহী লয়ে।
আমাদের রণক্লান্ত সৈন্যদল মাঝে
সম্মুখ হইতে তারা পড়িবে ঝাঁপায়ে।

রুদ্ধ পশ্চাতের পথ ; নাহিক উপায়
আনিব যে কিছু সৈন্য রাজধানী গিয়ে,
অথবা ফিরিয়া যাব ব্যূহবদ্ধ হয়ে।

পৃথ্বীরাজ— সম্মুখে ওকি ও ঘোর জলদের প্রায় ?
আসে আঁধি বুঝি তীব্র প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় !

গোবিন্দ— মহারাজ !
লুকাইয়া আসে বুঝি আঁধি অন্তরালে
যবনের অশ্বারোহী সেনা দলে দলে।
কি ভয়াল সূচীভেদ্য নিবিড় আঁধার !
হয়ত আলোর মুখ দেখিব না আর।

পৃথ্বীরাজ— চিতোর ঈশ্বর !
আপনার সৈন্যসহ হও অগ্রসর ;
ফিরিবার পথ নাই। করি মৃত্যুপণ,
গোবিন্দ ! সসৈন্যে হত্যা করহ যবন।
সৈন্যগণে সম্রাটের জানাও মিনতি,
তাহাদের শোণিতের খরস্রোতা নদী
অবরুদ্ধ করে যেন যবনের গতি।

(সকলের প্রস্থান। ঘোরীর প্রবেশ)

ঘোরী— প্রবল ঝটিকা মুখে শুষ্ক তৃণ সম,
বিধর্ম্মী কাফেরগণে দাও উড়াইয়া
তীক্ষ্ণ তরবারি মুখে। হও আগুয়ান ;

শ্রান্ত ক্লান্ত শত্রু সেনা হত্যা কর সবে।
বধিবে বিধর্ম্মী যত তত পুণ্য হবে।
সৈন্যগণ ! কর রণ, ধাও বেগে ধাও,
হত্যা কর, ধ্বংস কর, চূর্ণ করি দাও।
ঐ ঐ ভীম বেগে জম্মুপতি পানে
ছুটিছে গোবিন্দ রায় করে লয়ে শূল।
হাঃ হাঃ হাঃ !

গোবিন্দের রণহস্তী পড়িল লুটায়ে ;
উঠিয়া আবার করি বিকট চীৎকার
ছুটিতেছে উর্দ্ধশ্বাসে ! সাবাস্ সাবাস্ !
তুর্কসেনা মত্ত গজে করিল বিনাশ।
পল মাত্রে লম্ফ দিয়া পড়িয়া ভূমিতে
একাকী গোবিন্দ রায় ; হাতে তরবার,
সম্মুখে দক্ষিণে বামে করে মহামার।
ঐ যে জম্মুর রাজা নর সিংহ রায়
নিক্ষেপ করিল শূল ; উল্কা হেন ধায় !
প্রতিহত করি শূল চক্ষের নিমেষে
গোবিন্দ ছুটিছে বেগে, রক্তাপ্লুত দেহ ;
মরিল নৃসিংহ বুঝি ! না না ঐ ঐ
জম্মুর প্রধান স্বীয় শাণিত কৃপাণ
আমূল গোবিন্দ বক্ষে দিল বসাইয়া।
লুটাল গোবিন্দ ঐ মরণের বুকে।

হাঃ হাঃ হাঃ
হিন্দুই হিন্দুরে বধ করিল উল্লাসে ;
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার হল অনায়াসে।
তীর বেগে আসে অশ্ব কার ?
পৃথ্বীরাজ, পৃথ্বীরাজ, আসিছে এবার।
বখতিয়ার !
নাশিয়া তুরগে তার কর অসহায় ;
গোবিন্দ তাহার অগ্রে লয়েছে বিদায়।

(প্রস্থান। সমরসিংহের প্রবেশ)

সমরসিংহ— চমৎকার ! ক্ষত্রিয় গৌরব, বন্ধুবর,
গুরু মোর, দেবেন্দ্র অধিক শক্তিধর ;
সুসার্থক সুশিক্ষা তব দিল্লীর ঈশ্বর।
ঘোরতর রণে
হইয়াছে পরিচয় বহু যোদ্ধা সনে,
দেখিয়াছি তাহাদের সমর কৌশল ;
কিন্তু এ যে মনে হয় সম্পূর্ণ নূতন !
ঐ ঘুরিতেছে তরবার
নরমুণ্ডে সমাকীর্ণ করি চারিধার।
ঐ যে তুরগ তার ধায় বায়ুগতি
পদক্ষুরে দলিয়া অরাতি ;
অশ্ব অশ্বারোহী মত্ত যুদ্ধে ঘোরতর।

একি ! একি ! কার খরশর
বিঁধিল অশ্বের চক্ষু ? হইল নিহত।
রণস্থলে প্রতিহত-গতি পৃথ্বীরাজ,
কিরূপেতে প্রবেশিবে নিজ সৈন্য মাঝ ?
রণক্ষেত্রে অশ্ব কোথা পাই ?
যাই যাই পৃথ্বীরে বাঁচাই !

(প্রস্থান। পৃথ্বীরাজের রক্তাক্ত দেহে প্রবেশ।
(নেপথ্যে আল্লা হো আকবর ধ্বনি)

পৃথ্বীরাজ— একি! কেন যবনের জয়োল্লাস ?
কার দেহ লয়ে
মাতিয়াছে তুর্কগণ আত্মহারা হয়ে ?
ওই গোবিন্দের দেহ তুলি ঊর্দ্ধ পানে
ছুটেছে যবন ! কোথা যায় ? কোন খানে ?
গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথা যাস ?
ওরে শতযুদ্ধজয়ী সেনাপতি মোর !
হলোনা যে ভাই তোর আকাঙ্খা পূরণ ;
দেশ হতে বিদূরিত হোল না যবন।
জীবনের ব্রত তোর অসম্পূর্ণ রাখি,
ওরে পুত্রাধিক প্রিয় অনুজ আমার,
আমারে এ রণস্থলে রাখিয়া একাকী
কোথায় চলিলি তুই, ওরে প্রিয়তম !

গোবিন্দরে ! জয়বার্ত্তা করিতে শ্রবণ
তোর মুখে ; পথপানে রাখিয়া নয়ন
অধীরা সংযুক্তা আছে তোরি প্রতীক্ষায়—
পাশে তার বধুমাতা মৌন প্রত্যাশায়—
কে যাবে সেথায় ? ওরে বল ওরে বল ;

(শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময় মুক্ত তরবারি হস্তে ঘোরীর প্রবেশ।)

ঘোরী— পৃথ্বীরাজ ! বন্দী তুমি মোর হাতে আজ।

পৃথ্বীরাজ— জীবন্তে আমারে বন্দী করিবে যবন !
অক্ষম কি হইয়াছে করিতে ধারণ
শাণিত কৃপাণ মোর এ দক্ষিণ কর ?
না না আমি কোন শোকে হইনি কাতর।
আত্মরক্ষা নহে আর, বিনাশ এবার ;
আত্মরক্ষা কর মহম্মদ।

[তরবারি দ্বারা আক্রমণ। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ঘোরীর হাত হইতে তরবারি ছিটকাইয়া পড়িল পৃথ্বীরাজ তাহা পা দিয়া চাপিয়া ধরিলেন]

পৃথ্বীরাজ— চরণ চুম্বন করি
ওরে ক্রীতদাস ! তোল তরবারি তোর।

আঘাত করে না হিন্দু নিরস্ত্র শত্রুরে।
আয় পুন দ্বৈরথ সমরে।

[এবার ঘোরীর আঘাতে পৃথ্বীরাজের তরবারি পড়িয়া গেল। পৃথ্বীরাজ তরবারি লইতে গেলে মহম্মদ ঘোরী পা দিয়া তরবারি চাপিয়া ধরিয়া পৃথ্বীরাজের বুকে নিজের তরবারি বসাইয়া দিল। পৃথ্বীরাজ আহত হইয়া মাটিতে পড়িলেন।]

পৃথ্বীরাজ— আঃ—বেইমান—বর্ব্বর

ঘোরী— (সোল্লাসে) আল্লা হো আকবর।

(নেপথ্যে জয়োল্লাস প্রতিধ্বনিত হইল)

ঘোরী— হাঃ হাঃ তোরণ করেছি চূর্ণ—
অবারিত পথ ; লুটাবে চরণে মোর
সমগ্র ভারত।

(প্রস্থান)

পৃথ্বীরাজ— এই ভাল, এই ভাল।
ভারত আমার।
নারিনু মা স্বাধীনতা রক্ষিতে তোমার।
যবন দাসত্ব যদি চায় হিন্দুগণ,

পুত্র চায় জননীর শৃঙ্খল বন্ধন......
আঃ আঃ এস মৃত্যু, দাও মা চরণ।

(পৃথ্বীরাজের মৃত্যু। দুইজন ঘোরীর সৈনিক ইসলাম পতাকা লইয়া পৃথ্বীরাজের মৃত দেহের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল)

যবনিকা